নিৰ্বাচন

সারে-জমিন

৬ নভেম্বর, ২০২৪

২১ কার্তিক ১৪৩১

৩ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজন করতে ভারত চিঠি দিল আইওসিকে

খেলতে খেলতে

APONZONE ইনসাফের পক্ষে নিভীক কণ্ঠস্বর Bengali Daily

Vol.: 19 ■ Issue: 299 ■ Daily APONZONE ■ 6 November 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

ছট পুজোর জন্য পুরসভা সম্পূর্ণ প্রস্তুত:



আপনজন ডেস্ক: দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাসের ১৫৫ তম জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলবার কেওড়াতলা মহাশ্মশানের কাছে চিত্তরঞ্জন দাসের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মেয়র। ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে ছিলেন মেয়র পারিষদ দেবাশীষ কুমার, বরো চেয়ারপার্সন চৈতালী চট্টোপাধ্যায় সহ কলকাতা পৌরসভার আধিকারিক ও কর্মীরা। তারপর ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পুরসভার ছট পুজোর প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে । এ বিষয়ে মেয়র জানান, বিভিন্ন জায়গায় পুরসভা অস্থায়ী ঘাট এছাড়া স্থায়ী ঘাট গুলোতে

পুরসভা পরিকাঠামগত ব্যবস্থা করেছে। রাস্তা করছে। আলো সহ অস্থায়ী পরিকাঠামো করা হয়েছে। অস্থায়ী পরিকাঠামোর উন্নয়ন হয়েছে। পুরসভা থেকে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে জলাধারও করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ফিরহাদ হাকিম বলেন, স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড সব রাজনৈতিক দলের মনোভাবাপন্ন লোকজনই পান।

যোগী রাজ্যের মাদ্রাসা বোর্ড বৈধ: সুপ্রিম কো

মঙ্গলবার ইউপি বোর্ড অফ মাদ্রাসা এডুকেশন অ্যাক্ট, ২০০৪-এর বৈধতা বহাল রেখেছে, যেখানে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো শিক্ষার মান সরবরাহ করে তা নিশ্চিত করার জন্য রাজ্যের আগ্রহ রয়েছে, যাতে এটি শিক্ষার মান এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারে। ২০২৪ সালের ২২ মার্চের এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে অসাংবিধানিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির লঙ্ঘনকারী বলে রায় দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ বলেছে, মাদ্রাসা আইন আসলে উত্তরপ্রদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষিত করেছে কারণ এটি শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করে, পরীক্ষা পরিচালনা করে এবং শিক্ষার্থীদের শংসাপত্র প্রদান করে, তাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়। "মাদ্রাসা আইনটি স্বীকৃত মাদ্রাসাগুলিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যাতে ন্যূনতম স্তরের দক্ষতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের ইতিবাচক বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা তাদের কার্যকরভাবে সমাজে অংশ নিতে এবং জীবিকা নির্বাহের অনুমতি

আপনজন ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্ট



সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট সাম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। অঞ্জুম কাদারি ও অন্যান্যদের দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে বেঞ্চ তার রায়ে বলেছে, সংবিধানের ২১-এ অনুচ্ছেদ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকারের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে পড়তে হবে। রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে বোর্ড ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংখ্যালঘু চরিত্র নষ্ট না করে প্রয়োজনীয় মানের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য বিধিমালা তৈরি করতে পারে। তবে বেঞ্চ ঘোষণা করেছে যে মাদ্রাসা আইনের যে ধারাগুলি 'ফাজিল' এবং 'কামিল'-এর মতো উচ্চতর শিক্ষার ডিগ্রি নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তা অসাংবিধানিক

সাথে সাংঘর্ষিক, যা তালিকার প্রথম তালিকার এন্ট্রি ৬৬ এর অধীনে প্রণীত হয়েছে। বেঞ্চ তার রায়ে বলেছে, "হাইকোর্ট ভুল করে বলেছে যে কোনও আইন যদি মৌলিক কাঠামোর লঙ্ঘন করে তবে তা বাতিল করা বাধ্য। ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের ভিত্তিতে একটি সংবিধানের অবৈধতা সংবিধানের বিধানগুলি প্রকাশ করার জন্য খুঁজে বের করতে হবে। অধিকন্ত, রাজ্য আইনসভা মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্বীকৃতি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে তা সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন নয়। মাদ্রাসা আইন প্রকৃত সাম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। শীর্ষ আদালত আরও বলেছে যে ২০০৪ সালের আইনের অধীনে প্রদত্ত শিক্ষা অনুচ্ছেদ ২১এ লঙ্ঘন করে হাইকোর্ট ভুল করেছে কারণ আরটিই আইন, যা সংবিধানের

২১এ অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকার পুরণে সহায়তা করে, তাতে একটি নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে যার দ্বারা এটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। "ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় শিক্ষা প্রদানের জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার ৩০ অনুচ্ছেদে সুরক্ষিত; এবং মাদ্রাসাদের শিক্ষার মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বোর্ড এবং রাজ্য সরকারের পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে। সংখ্যালঘ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো শিক্ষার মান সরবরাহ করে তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আগ্রহ রয়েছে। আদালত বলেছে, এটি শিক্ষার মানের দক্ষতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারে। আদালত আরও ঘোষণা করেছে যে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো লঙ্ঘনের জন্য কোনও আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। কারণটি হ'ল গণতন্ত্র, ফেডারেলিজম এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মতো ধারণাগুলি অসংজ্ঞায়িত ধারণা। আদালতকে এই ধরনের ধারণা লঙ্ঘনের জন্য আইন বাতিল করার অনুমতি দেওয়া আমাদের সাংবিধানিক বিচারে অনিশ্চয়তার উপাদান তৈরি

মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য সংখ্যালঘু উপদেষ্টা হলেন বাম আমলের বিশিষ্ট মন্ত্রী আবদুস সাতার আপনজন ডেস্ক: রাজ্যের বাম

আমলের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী ড. আবদুস সাত্তার এবার তৃণমূল শাসিত রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য সংখ্যালঘু উপদেষ্টা পদে আসীন হলেন। একই সঙ্গে তাকে রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়েছে। একজন মন্ত্রীর সমতুল মর্যাদা পাবেন আবদুস সাত্তার। এখন থেকে তিনি রাজ্যের সংখ্যালঘদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরকে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের পূর্ণ মন্ত্রীও। মঙ্গলবার রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের সচিব এক বিজ্ঞপ্তিতে ড. আবদুস সাত্তারের নিয়োগের কথা জানান। কলকাতার নব নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আবদুস সাত্তার রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন ২০০০ সালে। সেসময় থেকে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদের সভাপতি পদে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। যদিও অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর ২০০৬ রাজ্যে বাম শাসনের অবসানের পর সালে উত্তর ২৪ পরগনার সিপিআইএমের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি আমডাঙা থেকে সিপিএমের হয়ে হওয়ায় ২০১৭ সালের এপ্রিল বিধায়ক নিৰ্বাচিত হন। জিতেই থেকে তিনি দল থেকে সরে

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরে প্রতিমন্ত্রী হন। আবদুস সাতার সংখ্যালঘু মন্ত্রী থাকাকালীন রাজ্য বিধানসভায় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আইন (Act XXVII of 2007) পাশ হয় ২০০৭ সালে। তার আমলেই ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে গৌরবোজ্জ্বল যাত্রা শুরু করে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। শহরের বাইরে থেকে আসা মৌলানা আজাদ কলেজের সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৈঠকখানা রোডে আজিজুল হক ভবন এবং তালতলায় বঙ্গবন্ধু ভবন নির্মিত হয়। তার আমলেই নির্দিষ্ট হয় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাস। তার প্রচেষ্টায় বাম আমলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু জনগোষ্ঠী ওবিসি হিসেবে গণ্য হয়। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএড কলেজ, নার্সিং কলেজ প্রভৃতি পরিকল্পনা বাম আমলে সংখ্যালঘু

তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের হাত ধরে কংগ্রেসে যোগ দেন। এরপর তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক হন। যদিও তিনি মঙ্গলবার কংগ্রেস থেকে হঠাৎই পদত্যাগ করেন। আর এদিনই নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আবদুস সাতারকে রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হল। উল্লেখ্য, আগামী ১৩ নভেম্বর রাজ্যে ৬টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন। তার আগে আবদুস সাত্তারের নিয়োগ শাসক দলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। যদিও অন্য একটি মহল বলছে, সম্প্রতি ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে রাজ্যের সংখ্যালঘুরা হতাশ। সেই সন্ধিক্ষণে বাম আমলের প্রাক্তন সংখ্যালঘু মন্ত্রীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্য সরকার ওবিসি সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। সাতার মন্ত্রী থাকাকালীন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজি মাধ্যম হাই মাদ্রাসা, কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা শহরে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য হস্টেল প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়েছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকার। তৃণমূল আমলেও সেই ধরনের উন্নয়নের বিকাশ ঘটতে পারে বলে আশা করছে তৃণমূলের সংখ্যালঘু মহল।



Q

প্রথম নজর

মন্দিরবাজারে বিরোধী দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের যোগ তৃণমূলে



নকিবউদ্দিন গাজী

কুলপি **আপনজন:** মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সন্মিলনী হয় মন্দিরবাজার বিজয়গঞ্জ বাজারে। আর এই বিজয় সম্মেলনে মন্দিরবাজার বিধানসভার চারটি অঞ্চল থেকে প্রায় ৫০০ জন বিজেপি, আইএসএফ এবং নির্দলের পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও কর্মী সমর্থকরা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন। এদিন দলীয় পতাকা তুলে দেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার ও সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, জয়দেব হালদার ,অলক জলদাতা, শওকত মোল্লা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল প্রমুখ।

ঢালুয়ায় বেহুঁশ করে যুবতীকে গণধর্ষণ!



জে হাসান 🌑 সোনারপুর

আপনজন: বেহুঁশ করে গণধর্ষণ এই ঘটনায় মোট অভিযুক্ত ৪। ঘটনার তদন্তে নেমে রাজীব সরদার ও রাকেশ নস্কর নামে ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকি অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। পুর্ব যাদবপুর থানা এলাকার বাসিন্দা নির্যাতিতার সাথে সোশাল মিডিয়ায় পরিচয় হয় অভিযুক্ত এক যুবকের সাথে। কালিপুজো দেখতে যাওয়ার নাম করে ১লা নভেম্বর তারা গডিয়া ষ্টেশন চত্তর এলাকায় মিলিত হয়। সেখান থেকে ঢালুয়া এলাকায় একজনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ পানীয়ের সাথে কিছু মিশিয়ে তাকে বেঁহুশ করা হয়। পরে তাকে পরিবারের লোক উদ্ধার করে এম.আর বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ঘটনায় ৩ তারিখে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নিৰ্যাতিতা।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মিড ডে মিলের খাবারে আরশোলা



এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে
তালা দিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের
।মিড ডে মিলের খাবারে
আরশোলা ও টিকটিকির মল।
তার জেরেই গ্রামবাসীরা একত্রিত
হয়ে আইসিডিএস সেন্টারে তালা
মেরে বিক্ষোভ দেখালো এবং
কেন্দ্রের দিদিমনির অপসারণ
চাইলো গ্রামবাসীরা।
বসিরহাটের "প্রসন্নকাঠি দাসপাড়া
১৫৬ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের
ঘটনা।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ,এই

অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্রে প্রতিদিনই

নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয়।

প্রতিদিন খাবারে নোংরা থাকার

অভিযোগ এবং নিম্নমানের খাবার দেয়ার অভিযোগ । বহুবার বলেও সমস্যার সমাধান হয়নি ।পুনরায় মঙ্গলবার আবার একই ঘটনা , মিড ডে মিলের খাবারে আরশোলা ও টিকটিকি মল দেখতে পায় এলাকার মানুষ । এমনকি এই খিচুড়ি খেয়ে এক মহিলা বমি করছে বলেও অভিযোগ । এরপর গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখায় ।যদিও পুরো বিষয়টা এড়িয়ে যান বা অস্বীকার করেন অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্রের দিদিমনি এবং রাধুনী । তারা বলেন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে দ্বিতীয়বার আর এরকম হবে

ওয়াকফ বিল প্রত্যাহার ও ওবিসি নিয়ে আলোচনা সভা বহরমপুরে



জাকির সেখ

মূর্শিদাবাদ আপনজন: সোমবার অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলা কার্যালয় ধপগুডি বিজ্ঞান মঞ্চে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য ও জেলা ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির, সংগঠনের চেয়ারম্যান মাষ্টার মাইনুল ইসলাম, সভাপতি মাওলানা ওলিউল্লাহ বিশ্বাস, সহ সভাপতি মাওলানা আতিকুর রহমান। বক্তব্যের মাধ্যমে বক্তারা বলেন ভারতবর্ষে প্রায় ৮.৭ লক্ষ ওয়াকফ সম্পত্তি আছে। সেই সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, কবরস্থান, খানকাহ। কেন্দ্রীয় সরকার নতুন ওয়াকফ আইন এনে ওয়াকফ সম্পত্তি নষ্ট করতে

চাইছে। মুসলমানরা এই বিল চাইছে না, তাই সরকারের উচিত এই বিল বাতিল করা। কেন্দ্রী ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওবিসি সমস্যার দ্রুত সমাধান চাওয়া হয়। যে সমস্ত ইমাম মুয়াজ্জিন ও গরীব মানুষদের ঘর নেই এবং লিষ্টে তাদের নামও আসেনি তাদের বিষয়ে পঞ্চায়েত মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করা হবে ১০ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে এবং ১২ জানুয়ারি নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়। এদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মাওলানা সাজারুল ইসলাম, মাওলানা ইয়াকুব আলী, মাওলানা আসাদুজ্জামান, মাওলানা খাইরুল বাসার, মাওলানা আহমদ রেজা, মাওলানা ওসমান গনি প্রমুখ।

সাতসকালের জনবহুল বাজারে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন করল দুষ্কৃতীরা

আপনজন: সাত সকালে বাজারের মধ্যে কুপিয়ে খুন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে রায়দিঘি থানার অন্তর্গত মোহাম্মদ নগর বোলের বাজার এলাকায়। নিহত ব্যক্তি শেখ বাহাদুর(৪৫)। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে বোলের বাজারে যান শেখ বাহাদুর। অভিযোগ সেখানেই তাকে কুপিয়ে খুন করে শাহাদাত শেখ। ঘটনার জেরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। আহত অবস্থায় শেখ বাহাদুরকে উদ্ধার করে রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পারিবারিক বিবাদের কারণে খুনের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত। অভিযুক্তের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। নিহতের পরিবারের এক সদস্য তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক

সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই



পরিবারের মধ্যে অশান্তি লেগেছিল।
অভিযুক্ত শাহাদাত শেখ এর
সম্পর্কে শেখ বাহাদুর কাকা হয়।
বহুদিন আগে কাকা ভাইপোর সঙ্গে
একটি সাইকেল চুরির ঘটনাকে
কেন্দ্র করে বিবাদ চলছিল।
মঙ্গলবার সকালে প্রতিদিনের
মতনই নিহত শেখ বাহাদুর স্থানীয়
একটি চায়ের দোকানে চা খেতে
গিয়েছিল সেই সময় অতর্কিতভাবে
শেখ বাহাদুরের ওপর শাহাদাত
শেখের দলবল হামলা চালায়।
এরপর প্রকাশ্যে রাস্তায় ফেলে শেখ
বাহাদুরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে
এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে।

বাঁচার জন্য চিৎকার শুরু করে দেয়

শেখ বাহাদুর তার চিৎকার শুনে এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসলে ঘটনা স্থল থেকে পালায় দুষ্কৃতীরা। এরপর তড়িঘড়ি গুরুত্ব জখম অবস্থায় শেখ বাহাদুর কে রায়দিঘী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় থমথমে পরিবেশ হয়ে রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ওই এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। অভিযুক্তদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে রায়দিঘী থানার পুলিশ।

রাস্তা বেহাল, গ্রামে ঢুকতে পারল না দমকল, ভঙ্মীভূত হল বাড়ি

গ্রামে ঢুকতেই পারল না দমকলের ইঞ্জিন। আগুনে ভশ্মীভূত হল বসত বাড়ি। বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর ব্লুকের লাউগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজারডাঙ্গা গ্রাম, এই গ্রামে রয়েছে আনুমানিক ১০০ টি পরিবার। এই গ্রামে অসিত মল্লিক নামের এক গৃহস্থের বাড়ি রয়েছে। ওপরে এডবাস্টার দেওয়া দোতলা মাটির বাড়ি রয়েছে এই একটা বাড়িতেই চারটি পরিবার বসবাস করে। গতকাল রাতে হঠাৎ করেই আগুন লেগে যায়। খবর দেয়া হয় বিষ্ণুপুর দমকল বিভাগে অতি তৎপরতার সাথে বিষ্ণুপুরের দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ৫০০ মিটার দূরে মেন রাস্তায় এসে উপস্থিত হয় । কিন্তু গ্রামে ঢোকার এই ৫০০ মিটার রাস্তার চরম বেহাল দশা। শত চেষ্টা করেও গ্রামে ঢুকতে পারল না দমকলের ইঞ্জিনটি। আগুনে পুড়ে ভঙ্মীভূত হয়ে যায় গৃহস্থের ওই বাডি। ঘরে থাকা সমস্ত কাগজপত্র, জমির দলিল, জামাকাপড, বই খাতা থেকে শুরু করে সমস্ত

আপনজন: রাস্তার বেহাল দশা



সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর এবং গ্রামবাসীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। আগুন নেভার পর দমকল বিভাগের আধিকারিকরা ইঞ্জিন ছাড়াই খালি হাতেই ওই গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখেন। এরপরেই স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন রাস্তা খারাপ নিয়ে। তারা জানান রাস্তা খারাপের জন্য দমকলের ইঞ্জিন গ্রামে ঢুকতে পারল না। আজ পর্যন্ত এই রাস্তা পাকা হয়নি। গ্রামে ঢোকার এই রাস্তা মোরামের থাকলেও তা চরম বেহাল দশা।

বর্ষাকালে গ্রামে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে পারেনা। মুমূর্য রোগীদের কাঁধে করে টোটোয় করে মেন রাস্তায় নিয়ে এম্বলেন্সে চাপাতে হয়। সরকার যাতে অতি তৎপরতার সাথে এই রাস্তা করে দেয় তার দাবি জানান এলাকার মানুষ। কোতুলপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সমীর কুমার বাড় জানান রাস্তার প্রপোজাল পাঠানো হয়েছে অনুমোদন হলেই রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা হবে। তবে বিগত বর্ষায় অত্যাধিক জলের চাপ এবং পিএইচই দপ্তরে জলের পাইপ লাইন করার জন্য রাস্তার বেহাল দশা হয়েছিল।

ছটপুজোয়ব্যাপক চাহিদা, বসিরহাটের পানিফল পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে

এম মেহেদী সানি 🛡 বসিরহাট আপনজন: এবছর পানি ফলের চাহিদা এবং বাজার দর ফি বছরের তুলনায় তুলনামূলক বেশি হওয়ায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের কৃষকদের মুখে চওড়া হাসি। পানিফল বা পানি সিঙ্গারা একটি মৌসুমি ফল যা ছট পূজার সময় ব্যাপকভাবে ব্যবহারিত হয়। শাস্ত্র মতে পরিবারের সুখ শান্তির জন্য পূজার সময় ফলটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় । ছট পুজোয় পানিফল মূল প্রসাদেরও একটি অংশ । বিহার উড়িষ্যা ঝাড়খন্ড সহ অন্যান্য রাজ্যে ছট পুজোর কারণে পানি ফলের ব্যাপক চাহিদা পূরণে পানিফল জোগান দিচ্ছে বাংলা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের গোয়ালদহ গ্রামের বসিরহাট-তেঁতুলিয়া রাস্তার ধারে বিস্তীর্ণ জলমগ্ন এলাকা জুড়ে পানি ফলের চাষ হয়। কৃষকদের কথায় ছট পুজোর জন্য এখান থেকেই গাড়ি গাড়ি পানিফল বিহার ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে। এখানেই একদিকে যেমন রাজ্য সড়ক সংলগ্ন জমিতেই পানি ফলের চাষ হচ্ছে অন্যদিকে রাজ্য সড়কের পাশেই সারি সারি

বিক্রেতারা ওই পানিফল বিক্রি

করছেন। বিক্রেতাদের কথায়

খুচরো প্রতিকেজি ৩০ টাকা দরে

পানি ফল বিক্রি করা হচ্ছে। প্রায় ৮-১০ জন বিক্রেতা প্রতিদিন প্রায় ৮-১০ কুইন্টাল পানিফল খুচরো বিক্রয় করেন। এলাকার কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গোয়ালদহ এলাকার উৎপন্ন পানিফলের বেশিরভাগটাই বাণিজ্যিকভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলাসহ ভিন রাজ্যে চলে যায়। পানিফল চাষি ইয়াসিন মল্লিক জানান, এ বছর অন্যান্য বছরে তুলনায় চাহিদাটা তুলনামূলক বেশি । বেশ কয়েকদিন ধরে ছট পুজোর কারণে ভিন রাজ্যে চলে যাচ্ছে এই পানিফল। প্রতি কেজি ১৬ টাকা থেকে ১৮ টাকা মূল্যে পাইকারি বিক্রি হচ্ছে। যে বাজারদর অন্যান্য বছরের তুলনায় কিছুটা ভালো।' তবে পানিফল গাছ পরিচর্যা,

দীর্ঘক্ষণ ভিজে ভিজে ফল তোলার

মজুরির পাশাপাশি সার কীটনাশকের যেভাবে মৃল্যবৃদ্ধি হয়েছে তাতে বাজারদর আরও বৃদ্ধি না হলে মুনাফা লাভ সম্ভব না বলেও মনে করছেন অনেক চাষী। অনেকেই সরকারি সহযোগিতারও দাবি জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে, পানিফল চাষ কিছুটা ব্যতিক্রমী। এটি বর্ষজীবী জলজ উদ্ভিদ। জলাশয় ও বিল-ঝিলে এ ফলটি জন্মে। এটির চাষ শুরু হয় শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে, ফল সংগ্রহ শুরু হয় কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে। অন্যান্য ফলের তুলনায় পানি ফলের বাজারদর অনেকটা কম হলেও এই ফল পুষ্টি গুণে ভরপুর। ফলটির পুরু নরম খোসা ছাড়ালেই পাওয়া যায় হৃৎপিন্ডাকার বা ত্রিভুজাকৃতির নরম সাদা শাসঁ। কাঁচা ফলের নরম শাসঁ খেতে বেশ সুস্বাদু ।

ছট পুজোর আগে আত্রেয়ী নদীর ঘাট পরিদর্শন চেয়ারম্যানের



অমরজিৎ সিংহ রায় 🔎 বালুরঘাট আপনজন: ছট পুজোর আগে আত্রেয়ী নদীর বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান ও বালুরঘাট থানার আইসি। তাঁরা এদিন ঘুরে দেখেন আত্রেয়ী নদীর সংলগ্ন বিভিন্ন ছট পূজো উপলক্ষে তৈরি হওয়া ঘাট গুলি। এদিন আত্রেয়ী নদীর সদরঘাট, কংগ্রেস ঘাট সহ অন্যান্য ঘাট পরিদর্শন করেন তাঁরা। মূলত কোন কোন নদী ঘাটে ছট পূজা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এবং কি ভাবে অনুষ্ঠিত হবে সে সব বিষয় খতিয়ে দেখেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র ও বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা। উল্লেখ্য, ছটপুজো উপলক্ষে ঘাটগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি আলো দিয়ে সাজানো হচ্ছে। পুজো দেখতে বহু মানুষ জড়ো হন।

পুণ্যার্থীদের পুজো দিতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সে জন্য বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করে পুলিশ-প্রশাসন।

এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার
চেয়ারম্যান অশোক মিত্র জানান,
'ছট পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর
আমাদের যে সমস্ত প্রস্তুতি থাকে,
সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রস্তুতি নেয়া
হচ্ছে। পর্যাপ্ত আলো, পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেয়া
হয়েছে।

ছট পুজোকে কেন্দ্র করে কারো যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি আমাদের নিতে হয়। সে কারণে ঘাট গুলোকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত কাজ শুরু হয়েছে সেগুলোর অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এবারে ঘাটের সংখ্যা একটু বাড়ানো হয়েছে যেহেতু পূজো সংখ্যা বেড়েছে।'

বিরোধী দলের পাঁচশো কর্মী তৃণমূলে



হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: আইএসএফ

সিপিআইএম ও এসইউসিআই
থেকে পাঁচ শতাধিক কর্মী সমার্থক
তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান।
বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে
আসছে বিরোধী দলের ভাঙ্গন ততই
বাডছে।

মঙ্গলবার সকালে দেখা গেল কুলতলি বিধানসভার মেরিগঞ্জ এক নম্বর অঞ্চলের কোরানিয়া এলাকায় একাধিক রাজনৈতিক দল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করল কুলতলি বিধানসভার বিধায়কের উদ্যোগেই যোগদান সভায়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি ও বিধাকের প্রতিনিধি

আর এমনই যোগদান নিয়ে বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল জানান বিরোধীদের পায়ের তলায় মাটি নেই। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের সঙ্গী হতে একাধিক রাজনৈতিক দল থেকে এমনই যোগদান এটাই কুলতলী তথা পশ্চিমবঙ্গে চলছে। আমরা প্রতিটি অঞ্চলে এরকম যোগদান সভা করব।

রবিউলকে জয়ী করার আহবান মন্ত্রী, সাংসদের



নিজস্ব প্রতিবেদক

হাডোয়া **আপনজন:** হাড়োয়া বিধানসভা তৃণমূল প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলামের সমর্থনে এক জনসভা হয় কীর্তিপুর দুই অঞ্চলের গলাসিয়া স্কুল মাঠে। বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মন্ত্রি সুজিত বসু, সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী রবিউল ইসলাম সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত ছিলেন বারাসাত দুই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শভু ঘোষ, বারাসাত দুই ব্লক যুব তুণমূলের সভাপতি ইফতিকার উদ্দিন, বারসাত ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, জেলা পরিষদের সদস্য মমতা সরকার, কীর্তিপুর ২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সাহাবুদ্দিন আলি, সাধারণ সম্পাদক রবিউল হোসেন, কীর্তিপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শহিদুল ইসলাম উপপ্রধান রমা মণ্ডল প্রমুখ।

ন্য়ী <mark>ছড়িয়ে-ছিটিয়ে</mark> 1ন ক্যানিংয়ে দুটি

ক্যানিংয়ে দুটি অটোর সংঘর্ষে জখম যাত্রী



সুভাষ চন্দ্ৰ দাশ 🔵 ক্যানিং আপনজন: দুটি অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন অটোযাত্রী এক যুবক।মঙ্গলবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং-বারুইপুর রোডের বেলেগাছি এলাকায়।গুরুতর জখম অটোযাত্রী আনোয়ার মোল্লার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হওয়া তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের গোপাপালপুর পঞ্চায়েত এলাকার হেড়োভাঙ্গার যুবক আনোয়ার মোল্লা। এদিন বিকালে বারুইপুরে যাওয়ার জন্য ক্যানিং থেকে অটোতে চেপে বসেছিলেন। ক্যানিং-বারুইপুর রোডের বেলেগাছি সংলগ্ন এলাকায় অপর একটি অটোর সাথে সংঘর্ষ হলে গুরুতর জখম হয় অটোযাত্রী ওই যুবক। স্থানীরা ওই যুবককে উদ্ধার করে।

ট্যাবের টাকা না মেলাই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ পডুয়াদের



সজিবুল ইসলাম 🗕 ডোমকল আপনজন: ট্যাবের টাকা না পেয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় কাজীপাড়া হরিদাস বিদ্যাভবনের ছাত্রছাত্রীরা। একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা অবরোধে শামিল হয়। রাস্তা অবরোধের কারণে জলঙ্গী শেখপাড়া রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে যায় ।দ্বাদশ শ্রোণর ছাত্রা সাবনম খাতুন বলেন অন্য স্কুলের পড়ুয়ারা টাকা পেলেও আমরা কেনো পেলাম না সেই বিষয়ে প্রধান শিক্ষককে একাধিকবার জানালেও কোনো সুরাহা না হওয়ায় মঙ্গলবার রাস্তায় বাঁশ বেঁধে অবরোধ করে ট্যাবের দাবিতে অবরোধ বিক্ষোভ দেখায় আমরা ছাত্রছাত্রীরা। ঘটনাস্থলে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে খবর পেয়ে

ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে সাগরপাড়া থানার পুলিশ প্রশাসন। দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রের দাবি,আশেপাশের সমস্ত স্কুলে সবাই টাকা পেয়ে গেছে। অথচ আমাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। প্রধান শিক্ষক একাধিকবার ডেট দিয়েও আসছেন। আমরা আশ্বাস ছাড়া কিছুই পাচ্ছিনা। বাধ্য হয়ে আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি। অবরোধের ফলে সাগরপাড়া শেখপাড়া রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঘটনায় প্রধান শিক্ষকের দাবি,৭৫ টা স্কুল ট্যাবের টাকা পায়নি। আমি আমার মত যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলার পরে পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসেই রাস্তা অবরোধ তুলে নেয় ছাত্র ছাত্রীরা।

ভোটপ্রচারে তৃণমূলকে আক্রমণ মীনাক্ষীর



সঞ্জীব মল্লিক 🔎 বাঁকুড়া আপনজন: এই ভোট মায়েদের সম্মান জানানোর ভোট, এই ভোট রাজ্যের সমস্ত বেকার যুবকদের ভোট, যারা এরাজ্যে কাজ না পেয়ে প্রাণ হাতে করে ভিন রাজ্যে পড়ে আছে তাদের ভোট। ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুন করে আমাদের কালিমালিপ্ত করেছে। সেই কালি মুছে দিতেই তালডাংরার কাঁধে বিশাল বড় দায়িত্ব এসে পড়েছে', বললেন বাম যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী। সোমবার তালডাংরা মার্কেট কমপ্লেক্সে দলের নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ওই কথা বলেন। একই সঙ্গে মিনাক্ষী আরও বলেন, আপনারা সকলে জোট বাঁধুন, সাহস করুন, প্রত্যেকেই রাস্তায় থাকুন।

এদিন মীনাক্ষী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

অমিত শাহকেও এক হাত নেন। তিনি বলেন, ওই চিকিৎসকের বাবা মা ওকে চিঠি লিখলো, তবুও মেয়ে হারা বাবা মায়ের সঙ্গে উনি দেখা করলেননা! এরা কি বিচার করবে? সে নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মীনাক্ষী বলেন, এই বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তিলোত্তমার মায়ের চোখের জলকে অপমান করা, ডাক্তারদের দীর্ঘ আন্দোলনকে অপমান করা। আর সেকারণেই ভেবে চিন্তে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান তিনি।তালডাংরা বিধানসভা উপনির্বাচনে সিপিআইএম প্রার্থী দেবকান্তি মহান্তীর সমর্থনে এই সভায় মিনাক্ষী মুখার্জী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অমিয় পাত্র, প্রার্থী দেবকান্তি সহ অন্যান্যরা।

প্রথম নজর

জিন প্রযুক্তিতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিজ্ঞানীদের নতুন কৌশল আবিষ্কার

আপনজন ডেস্ক: বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি মশার মাধ্যমে ছড়ানো রোগ ডেঙ্গু, ইয়েলো ফিভার ও জিকা প্রতিরোধের একটি অভিনব পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা পুরুষ মশাকে বধির বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা স্ত্রী মশাদের সাথে মিলন করতে এবং প্রজনন করতে না পারে। গবেষণাটি ২০২৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল বিজ্ঞানী পরিচালনা করেন। পুরুষ মশারা সাধারণত স্ত্রী মশাদের ডানার শব্দ শুনে তাদের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং আকাশে উড়ে মিলে যেতে থাকে। এই বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে পুরুষ মশাদের শুনতে না পাওয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট জিনের পরিবর্তন ঘটানো হয়। এর ফলে পুরুষ মশারা তিনদিন এক খাঁচায় থাকার পরও স্ত্রী মশাদের সাথে কোনো মিলনে যেতে পারেনি। ডেঙ্গু, ইয়েলো ফিভার ও জিকার মতো মারাত্মক রোগের বাহক এডিস ইজিপ্টাই মশা। এই রোগগুলো প্রতি বছর প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মানুষকে আক্রান্ত করে। क्यालियगर्निया विश्वविদ्यालस्यत গ্রেষক দল মশার এই উড্ভ মিলনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে এবং এটি বাধাগ্রস্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনগত পরিবর্তন আবিষ্কার করে। তাঁরা একটি (trpVa) প্রোটিনকে লক্ষ্য করেন, যা মশাদের শুনতে সাহায্য করে।এটি প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে, সংশোধিত পুরুষ মশাদের মস্তিষ্কের সেই নিউরনগুলো কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায়নি, যা সাধারণত স্ত্রী মশার ডানার শব্দ শুনে সক্রিয় হয়। এর ফলে স্ত্রী মশাদের প্রলোভনমূলক শব্দ তাঁদের বধির



কানে পৌঁছায়নি। অন্যদিকে, সাধারণ (অ-মিউট্যান্ট) পুরুষ মশারা দ্রুত মিলনে যেতে সক্ষম হয় এবং খাঁচায় প্রায় সব স্ত্রী মশাকে নিষিক্ত করতে পারে। গবেষণাটি (PNAS) জার্নালে প্রকাশিত হয়, এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্তা বারবারা শাখার গবেষকরা জানান, বধির পুরুষ মশার ক্ষেত্রে এই জিন মিউটেশনের প্রভাব ছিল সম্পূর্ণ, কারণ মেটিং বা মিলন প্রক্রিয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়ে, মশার প্রজনন প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করেন এমন একজন জার্মানির ওল্ডেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জর্গ আলবার্ট জানান, মশার শোনার ক্ষমতা কমানোর মাধ্যমে তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে, তবে তা আরও গভীরভাবে গবেষণা ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে। মশারা যদিও রোগ বহন করতে পারে, তবুও তারা খাদ্য শৃঙ্খলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কারণ তারা মাছ, পাখি, বাদুড় ও ব্যাঙের জন্য খাদ্য এবং কিছু ক্ষেত্রে পরাগায়নে সহায়ক। বিজ্ঞানীরা ধারনা করছেন যে,ডেঙ্গু এবং অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে এটি একটি নতুন ও সম্ভাবনাময় পথ, যা ভবিষ্যতে

কাঠের তৈরি বিশ্বের প্রথম স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপণ

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের প্রথম কাঠের স্যাটেলাইট একটি স্পেসএক্স রকেটে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এর জাপানি নির্মাতারা মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছেন। এটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে রসদ পাঠানোর একটি মিশনের অংশ। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের বজ্ঞানীরা আশা করছেন, কাঠের উপাদানটি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় পুড়ে যাবে। এর ফলে পুরনো স্যাটেলাইট ফের পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় ধাতব কণার সৃষ্টি এড়ানো সম্ভব হতে পারে। নির্মাতাদের মতে, এসব ধাতব কণা পরিবেশ ও টেলিযোগাযোগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বাক্সের আকৃতির এই পরীক্ষামূলক স্যাটেলাইটটির নাম লিগনোস্যাট, যার প্রতিটি দিকের পরিমাপ মাত্র ১০ সেন্টিমিটার (চার ইঞ্চি)। এটি ফ্লোরিডার নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে একটি মানববিহীন রকেটে

উৎক্ষেপণ করা হয়েছে বলে

কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যান

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২১মি.

ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০২ মি.



আমাদের জন্য আরও সুরক্ষিত

পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হতে

স্পেসোলজি সেন্টার জানিয়েছে। এ ছাডা জাপানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এক্সে একটি পোস্টে জানিয়েছে, তাদের প্রস্তুত করা একটি বিশেষ কনটেইনারে স্থাপন করা স্যাটেলাইটটি 'নিরাপদে মহাকাশে উড়ে গেছে'। লিগনোস্যাটের সহনির্মাতা সুমিতোমো ফরেস্ট্রির একজন মুখপাত্র উৎক্ষেপণ 'সফল' হয়েছে জানিয়ে বলেন, এটি শিগগিরই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছবে। প্রায় এক মাস পর স্যাটেলাইটটির শক্তি ও স্থায়িত্ব পরীক্ষার জন্য মহাশূন্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। স্যাটেলাইটটি থেকে পাঠানো ডাটা গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখবেন, এটি তাপমাত্রার অত্যন্ত পরিবর্তন সহ্য করতে সক্ষম কিনা।

সাড়ম্বরে শুরু মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন



আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। সবার আগে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে ভারমন্ট অঙ্গরাজ্যে। দেশটির পূর্ব উপকূলের এই অঙ্গরাজ্যটিতে আজ মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোর ৫টা বাজার সাথে সাথে কয়েকটি নির্বাচনী

কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। ভারমন্টের পর যেসব অঙ্গরাজ্যে ভোট গ্রহণ শুরু হয় সেগুলোর মধ্যে নিউইয়র্ক ও ভার্জিনিয়া

পূর্বাঞ্চলের অন্তত ১০টি অঙ্গরাজ্য ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে স্থানীয় সময় সকাল ৮টায়। এর মধ্যে একটি

এখন পর্যন্ত সব রাজ্যে ভোট শুরু হয়েছে সেগুলো হলো- আলাবামা, আইওয়া, ক্যানসাস, মিনেসোটা, মিসিসিপি, নর্থ ডাকোটা, ওকলাহোমা, সাউথ ডাকোটা, টেক্সাস, উইসকনসিন (সৃইং স্টেট-অর্থাৎ যেসব রাজ্যের ভোট যেকোনো দিকেই যেতে পারে)। পঞ্চাশটি রাজ্যের ভোটাররা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন এই ভোটে।

এবার যুক্তরাষ্ট্রে মোট ২৪ কোটি ৪০ লাখ ভোট দেয়ার যোগ্য নাগরিক রয়েছেন। তাদের মধ্যে কতজন ভোট দেন, সেটা অবশ্যই দেখার বিষয়।

যুক্তরাষ্ট্রে এবার এরই মধ্যে প্রায় ৮ কোটি ২০ লাখ মানুষ ভোট দিয়েছেন।

ট্রাম্প জিতলে ইতিহাসে প্রথম 'অপরাধী' প্রেসিডেন্ট পাবে আমেরিকা।



আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আজ মঙ্গলবার। পুরো বিশ্ব তাকিয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের দিকে। আমেরিকার রাজনীতিতে বর্ণময় চরিত্র ডোনাল্ড ট্রাম্প কি আবার হোয়াইট হাউসের দখল নেবেন্থ ভোটে মিলবে সেই উত্তর। যদি তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হেরে যান, তবে তার জীবনে নেমে আসতে পারে অন্ধকার। যেতে হতে পারে জেলে। জিতলে অবশ্য তিনিই 'বাজিগর'। অবশ্য ট্রাম্প জিতলে, ইতিহাসে প্রথম 'অপরাধী' প্রেসিডেন্ট পাবে আমেরিকা। শুধু প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য নয়, ট্রাম্পের কাছে এই নির্বাচনের গুরুত্ব 'অন্য' জায়গায়। ক্যাপিটল হিলে হামলায় উস্কানি থেকে পর্ন তারকাকে ঘুষ, আয়কর জালিয়াতি, বিচারব্যবস্থার ওপর অবৈধভাবে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা থেকে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের দেওয়া উপহার সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া– আমেরিকার ফেডারেল আদালতে মোট ৩৪টি মামলায় অভিযুক্ত ট্রাম্প। গত ৩১ মে ফেডারেল আদালতের ১২ সদস্যের জুরি জানিয়েছিল, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা সব ক'টি অভিযোগই প্রমাণিত! দোষী সাব্যস্ত করা হলেও এখনো পর্যন্ত আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে সাজা শোনানো রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী

দিনক্ষণ পিছোনোর আবেদন করেন। আবেদন মেনে বার কয়েক সেই তারিখ বদলানোও হয়। শেষ দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী, ফৌজিদারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত ট্রাম্পের সাজা ঘোষণা হতে পারে ২৬ নভেম্বর। অর্থাৎ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন ২০ পর। সাজা ঘোষণার আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লডতে হচ্ছে ট্রাম্পকে। সেই নির্বাচনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। তিনি জিতলে, ইতিহাসে প্রথম 'অপরাধী'

প্রেসিডেন্ট পাবে আমেরিকা।

প্রেসিডেন্ট হলে তার বিরুদ্ধে ওঠা

ফৌজিদারি মামলা স্থগিত হয়ে

আইনজ্ঞদের মতে, ট্রাম্প

ট্রাম্পের আইনজীবীরা বার বার

আদালতের কাছে সাজা ঘোষণার

যেতে পারে। তবে হারলে আবার আইনি লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হবে ট্রাম্পকে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের আইনজীবীরা তাদের মকেলকে সাজার হাত থেকে বাঁচাতে বিভিন্ন পন্থা নিতে পারেন। আবার শুনানির আর্জিও করা হতে

আমেরিকার আইন অনুযায়ী, ট্রাম্পের জেল বা জরিমানা অথবা এক সঙ্গে দু'টি সাজাই হওয়ার কথা। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে ৫ নভেম্বরের ফলাফলের ওপর।

করতে প্রস্তুত তিনি।

ট্রাম্পের প্রচার অভিযানের মুখপাত্র স্টিভেন চেউং জানিয়েছেন, ব্যালট বাক্সে জয়ী হবেন ট্রাম্পই! কী কী অভিযোগ রয়েছে ট্রাম্পের আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম প্রাক্তন

প্রেসিডেন্ট হিসাবে ফৌজদারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ট্রাম্প। পর্নতারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের পরে ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় তার মুখ বন্ধ রাখতে ট্রাম্প ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার ঘুষ দিয়েছিলেন বলে ঐ টাকা দেওয়ার বিষয়টি গোপন

রাখতে ট্রাম্প তার ব্যবসায়িক সংস্থার নথিপত্রে জালিয়াতি করেছিলেন। সেই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল তাকে। নভেম্বরের শেষ দিকেই হয়তো সাজা ঘোষণা হতে পারে।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের নির্বাচনে ফলাফল নষ্ট করার অভিযোগ রয়েছে। চলতি বছরের শুরুতেই এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে তা স্থগিত করা হয়। ফের প্রেসিডেন্ট হলে, প্রথমেই অ্যাটর্নি জেনারেল স্মিথকে বরখাস্ত করবেন বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন ট্রাম্প। ফলে মামলার ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে পড়বে।

তথ্য ফাঁসের দায়ে ইসরায়েলের ৪ সরকারি কর্মকর্তা গ্রেফতার



আপনজন ডেস্ক: গোপন তথ্য ফাঁসের দায়ে দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু'র মুখপাত্র এবং অপর তিন কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এতে চরম বিপাকে পড়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। রোববার (৩ নভেম্বর) ইসরায়েলের সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করেছে, সরকারের নিরাপত্তা তথ্য ফাঁস মামলায় চার সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর উপদেষ্টা ও মুখপাত্র এলি ফেল্ডস্টেইনও রয়েছে। এই ব্যক্তি দখলদার ইসরায়েলের যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে কাজ করত। ইসরায়েলি সূত্রগুলো বলছে, ইহুদিবাদী ইসরায়েলের চার কর্মকর্তা গ্রেফতার হয়েছে। তারা সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করেছে। আর এই তথ্য

ফাঁসের কারণে গাজায় এবং লেবাননে চলমান যুদ্ধে দখলদার ইসরায়েল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কয়েকদিন ধরেই ইসরায়েলের সেনাবাহিনীসহ কয়েকটি সংস্থা গোপন ফাঁসের বিষয়ে তদন্ত করছে। ইসরায়েলের সাবেক যুদ্ধমন্ত্ৰী বেনি গান্তজ এবং ইয়ার লাপিদ এই ঘটনার জন্য নেতানিয়াহুকে দায়ী করেছেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর পর থেকে ইহুদিবাদী ইসরায়েল গাজা এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। লেবাননেও এখন একই কায়দায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার সেনারা।

ইসরায়েলের বিরোধী দলীয় প্রধান উপত্যকায় নির্বিচারে বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ

মায়ের কাছে চিঠি লিখে যুদ্ধে ডাক পড়া ইসরায়েলি মেজরের আত্মহত্যা



আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা সম্প্রতি আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে কেউ যুদ্ধের মাঠে থেকে ফিরে, কেউ যুদ্ধে ডাক পডার পরে আত্মহত্যা করছেন। এরই মধ্যে খবর এলো, সোমবার মেজর পদমর্যাদার আরও একজন রিজার্ভ অফিসার আত্মহত্যা করেছেন। মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) ইসরায়েল ব্রডকাস্টিং অথরিটি জানিয়েছে, আর্মি এয়ার ফোর্সের মেজর পদমর্যাদার রিজার্ভ অফিসার আসফ দাগান আত্মহত্যা করেছেন। ইসরায়েলি কর্তপক্ষ জানিয়েছে. প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টকে পাঠানো একটি জরুরি বার্তা অনুসারে, বিমান বাহিনীর রিজার্ভ অফিসার মেজর আসফ দাগানকে চাকরির জন্য ডাকা হয়েছিল। তিনি যখন আত্মহত্যা করেন, তখন সামরিক ঘাঁটির দিকেই যাচ্ছিলেন। স্থানীয় অ্যাটলিটের কাছে একটি জঙ্গলে নিজের ব্যক্তিগত রাইফেলের পাশে তার নিথর দেহ

যুদ্ধের সরঞ্জাম ও পোশাক, একটি মোবাইল ফোন, চার্জার, হেডফোন, চাবি এবং একটি শেভিং কিটও ছিল। ৩৮ বছর বয়সী দাগানকে প্রায় তিন বছর আগে নিয়মিত চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তখন থেকে তিনি রিজার্ভে দায়িত্ব পালন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি প্যারাট্রপারদের সাথে সেনাবাহিনীতে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং মেজর পদমর্যাদার অফিসার হয়েছিলেন। ২০০৬ সালে লেবাননের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দাগানের মা জানান, চার বছর আগে থেকে তার ছেলে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে (পিটিএসডি) ভুগছিল। মূলত বেদনাদায়ক কোনো ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার ফলে কেউ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হলে এই অবস্থা হয়ে থাকে। আসফ দাগান আত্মহত্যার আগে মায়ের জন্য একটি চিঠিও লিখে গেছেন। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'আপনি জেনে স্বস্তি পেতে পারেন যে, আমি বিশ্রাম পেয়েছি এবং আপনাকে আর আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না।' সম্প্রতি ইসরায়েলি গণমাধ্যমে দেশটির সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদের সদস্যদের আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইহুদিবাদী কর্তৃপক্ষ এসব আত্মহত্যার ঘটনা মোকাবেলায় একটি কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জাভা সমুদ্রে ইন্দোনেশিয়া ও রাশিয়ার যৌথ নৌ-মহড়া শুরু



আপনজন ডেস্ক: জাভা সমুদ্রে

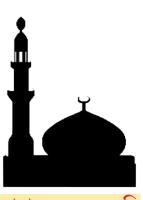
রাশিয়ার যৌথ নৌ-মহড়া। সোমবার

থেকে শুরু হওয়া এই মহড়া চলবে

শুরু হয়েছে ইন্দোনেশিয়া ও

আগামী শুক্রবার পর্যন্ত। জাভা সমুদ্রের কাছে ইন্দোনেশিয়ার শহর সুরাবায়াকে এই মহড়ার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ানতো রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরো মজবুত করতে চান। তারই অন্যতম পদক্ষেপ এই নৌ-মহডা। রোববারই জাভার কাছে পৌঁছে যায় রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ। তিনটি করভেট ক্লাসের যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে রাশিয়া। সঙ্গে আছে একটি মাঝারি আয়তনের ট্যাঙ্কার. একটি হেলিকপ্টার এবং একটি টাগবোট। ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনীর কম্যান্ডার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন. রাশিয়ার সঙ্গে এই যৌথ মহড়া দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে মজবুত করবে। অন্যদিকে রাশিয়া জানিয়েছে, এই মহড়া দুই দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি করবে। ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রাইমিয়া দখল করে। এরপর ২০১৯ সালে শুরু হয় ইউক্রেন অভিযান। ক্রাইমিয়ার পরেই জাকার্তার সঙ্গে মস্কোর বাণিজ্যিক সম্পর্ক হোঁচট খায়। দুই দেশের মধ্যে কয়েক বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ক্রমশ তা খারাপ হতে থাকে। ইউক্রেনের পর পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ হয়। নতুন প্রেসিডেন্ট সেই সম্পর্ক আবার পুরনো জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। বস্তুত, এর আগে তিনি দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তখন থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন তিনি। যার জেরে অ্যামেরিকার হুমকির মুখেও পড়তে হয়েছিল তাকে। কুটনৈতিক ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া বরাবরই নিরপেক্ষ অবস্থান নেয়। রাশিয়ার সঙ্গে তাদের যৌথ মহড়া সেই অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। বস্তুত, ইন্দোনেশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গেও নিরপেক্ষ অবস্থানে অটল থেকেছে। কোনো পক্ষকেই তারা ভোট দেয়নি। ডিডাব্লিউর এশিয়া-প্যাসিফিক দপ্তরের প্রধান জর্জ ম্যাথেস মনে করেন, ইন্দোনেশিয়ার কুটনৈতিক অবস্থান বদলায়নি। রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ মহড়াকে তিনি একটি রুটিন কুচকাওয়াজ হিসেবেই দেখতে চান। তার বক্তব্য, ''সম্প্রতি জার্মানির সঙ্গেও একই ধরনের মহড়ায় অংশ নিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার নৌসেনা।" বস্তুত, ২০০৬ সাল থেকে অ্যামেরিকার সঙ্গে নৌ-মহড়ায় অংশ নেয় ইন্দোনেশিয়া।

প্রত্যেক বন্দিরর জন্য 'মিলিয়ন ডলার' দিতে প্রস্তুত নেতানিয়াহু



নামাজের সময় সাচ ওয়াক্ত শুরু শেষ ফজর 8.25 88.3 22.56 যোহর আসর 0.25 মাগরিব 6.05 এশা ৬.১৩

তাহাজ্জুদ ১০.৪১

ইসরায়েলি হামলায় নিহত আরো ৩৩ ফিলিস্তিনি

গাজায়



অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বর্বর হামলায় আরো ৩৩ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে উপত্যকাটিতে নিহতের মোট সংখ্যা প্রায় ৪৩ হাজার ৪০০ জনে পৌঁছেছে। এছাড়া গত বছরের অক্টোবর থেকে চলা এই হামলায় আহত হয়েছেন আরো লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি। গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর অব্যাহত আগ্রাসনে ৩৩ জন নিহত।

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হামাসের কাছে আটক প্রত্যেক বন্দীকে মুক্তির জন্য 'মিলিয়ন ডলার' অফার করেছেন। মঙ্গলবার ইসরাইলি সংবাদমাধ্যম দ্যা টাইমস অফ ইসরাইলের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে চ্যানেল ১২-এর বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের হাতে আটক জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে চেষ্টা করছেন নেতানিয়াহু। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রত্যেক বন্দী মুক্তির জন্য 'কয়েক মিলিয়ন ডলার' অফার

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নেতানিয়াহু বন্দী মুক্তিদাতা ও তাদের পরিবারের লোকদের গাজা থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে 'নিরাপদ পথের' গ্যারান্টি দিতেও প্রস্তুত রয়েছেন। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, সোমবার রাতে নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের পরামর্শে নেতানিয়াহু এই নির্দেশনা জারি করেছেন। এর আগে গত মাসেও নেতানিয়াহু প্রকাশ্যে এই প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তবে এতে এখনো পর্যন্ত কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। এদিকে গাজায় ইসরাইলি হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪৩ হাজার ৩৭৪ জনে উপনীত হয়েছে। আর আহতের সংখ্যা এক লাখ ২ হাজার ২৬১ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া যেসব ফিলিস্তিনির নিহতের খবর পাওয়া গেছে বা হাসপাতালে মারা গেছে, তাদের ভিত্তিতেই কেবল এই : এখন পর্যন্ত রেকর্ড ৫৯৩ জন সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

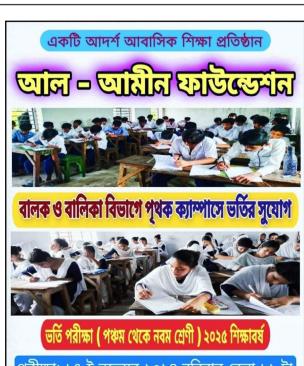
একের পর এক কেলেস্কারি, ব্রিটেনে ৫৯৩ পুলিশ কর্মকর্তা বরখাস্ত



আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে ৫৯৩ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। দেশজুড়ে একের পর এক কেলেঙ্কারির পর পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার মধ্যেই রেকর্ড সংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হলো।

মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) কলেজ অব পুলিশিংয়ের প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ৩১ মার্চের পর থেকে পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা

হয়েছে। তাদের পুনরায় চাকরিতে ফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এদের মধ্যে যৌন অপরাধ ও অসদাচরণের জন্য ৭৪ জন কর্মকর্তা এবং শিশু শোষণের জন্য ১৮ জনকে বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্তের সর্বাধিক সাধারণ কারণগুলো হলো- অসততা এবং বৈষম্যমূলক আচরণ। অসততার জন্য ১২৫ জন এবং ৭১ জনকে বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য বরখাস্ত করা হয়। ২০২১ সালে লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মকর্তা ওয়েইন কুজেন্স ৩৩ বছর বয়সী মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ সারাহ এভারার্ডকে অপহরণ ও হত্যা করে। এরপর থেকেই পুলিশের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব আরও জোড়াল হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যের পুলিশ প্রধানরা জনগণের আস্থা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।



পরীক্ষা: ১৭ ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার বেলা ১২ টা ভর্তি পরীক্ষার ফম ফিলাপ চলছে

(योगीयोग: ७२৯७७०११৯१ / ৯৯৩২२৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২००৫৮৯৩৬

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৯৯ সংখ্যা, ২১ কার্তিক ১৪৩১, ৩ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি



বাকস্বাধীনতা

তীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দেখা যায়, জাতিকে নসিহত

করিবার মতো লোকের অভাব নাই। তাহারা এত ভালো ভালো কথা বলেন, কিন্তু গ্রাউন্ডে তথা মাঠ পর্যায়ে গিয়া দেখা যায়, তাহাদের সেই কথার কানাকড়ি মূল্য নাই। কেন ইতিবাচক কথাবার্তা এইভাবে নেতিবাচক হিসাবে পরিবর্তিত হয়, তাহা ভাবিবার বিষয়ই বটে। এই সকল দেশে কেহ একবার ভাবিয়া দেখেন না, যদি দেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্যা কোথায়? আমরা সবকিছু দেখি, শুনি এবং লিখিয়াও থাকি। এই সকল দেশের বৃদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজসহ সকলেই স্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে বলিয়া দাবি করা হয়। কিন্তু এই কথা কতটা সত্য? যে কোনো নির্বাচনে হারজিত আছে। এমনকি যেই সকল উন্নত দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়, যেই দেশের ভোটাররা শিক্ষিত, অর্থবিত্তে স্বাবলম্বী ও সচেতন, সেই সকল দেশেও দেখা যায় অর্ধেক লোকই ভোট দেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোট পড়ে ৪০ শতাংশেরও কম। সেই জন্য কথা বলা ও মতামত দেওয়ার সময় লাগাম টানিয়া রাখাটাই কি উত্তম নহে? যাহারা সুষ্ঠভাবে সবকিছু হইবার কথা বলেন, তাহারা কি জানেন না উন্নয়নশীল বিশ্বে কীভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা হয় মামলা-হামলা কীভাবে করিতে হয় সেই ব্যাপারেও তাহারা সিদ্ধহস্ত। তাহা ছাড়া এই সকল দেশে প্লেগের মতো সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে দুর্নীতি। সেইখানে কে যে কাহার কথা অনুযায়ী কলকাঠি নাড়িতেছে, তাহা কেহ জানেন না। কথায় বলে অর্থই অনর্থের মূল। কিন্তু তাহার পরও এই সকল দেশে পরিবর্তন যে আসে না, তাহা নহে। অন্যায়-অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির কারণে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন, অত্যাচার-অবিচারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়েন, তাহারা সর্বদা কামনা করেন দেশে দ্রুত পরিবর্তন আসুক। তবে দ্রুত পরিবর্তন আসিবার কথা বলা ও কামনা করা যতটা সহজ, বাস্তবে তাহার প্রতিফলন ঘটানো তত সহজ নহে। এই জগতে সৃষ্টিকর্তাও কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। মানুষ পুঙ্খানুপুঙ্খ কোনো অন্যায়ের বিচার করিতে পারে না বলিয়া শেষ বিচারে তিনিই ভরসা। দেরিতে হইলেও পরকালে তো বটে, অনেক সময় এই পৃথিবীতেও সুবিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন তিনি। এই জন্য তিনি বারংবার আমাদের ধৈর্য ধারণ করিতে বলিয়াছেন এবং তিনি ধৈর্যশীলদের পছন্দ করিয়া থাকেন। সবুরে মেওয়া ফলে এই কথাটি নিরর্থক নহে। তাই অন্যায় করিয়া কেহ পার পাইবে না, এই বিশ্বাস আমাদের অন্তঃকরণে রাখিতে হইবে। যুগে যুগে দেশে দেশে বহু স্বৈরশাসক আসিয়াছেন। তাহারা মানুষকে সকল ধরনের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। দেশ ও প্রশাসন চালাইয়াছেন কঠোরহস্তে এবং ইহার যুক্তিস্বরূপ বলিয়াছেন, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার স্বার্থেই এইরূপ করা হইয়াছে। সেই সকল দেশেও শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ব খান, ইরানের রেজা শাহ, ফিলিপাইনের ফার্দিনান্দ মার্কোস, দক্ষিণ কোরিয়ার চুন দু হুয়ান প্রমুখ সকলেই দাবি করিয়াছেন, তাহাদের সময় দেশে প্রভৃত উন্নয়ন হইয়াছে। নির্লিপ্তভাবে তাহা মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু এমন কী হইল যে, তিন দিনের মধ্যে সকল খেল খতম। তখন হয়তো কেহ ব্যথিত হৃদয়ে বলিতে পারেন, দেশ ও দশের জন্য তাহারা এত কিছু করিলেন, তাহার পরেও তাহাদের কেন এই পরিণতি? ইহার আগ পর্যন্ত এই সকল শাসক মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন, উন্নয়নের কারণে জনগণ তাহাদের সহিত সম্মুখে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে রহিয়াছে। ইহার চাইতেও দুঃখজনক বিষয় হইল. এই সকল উন্নয়নশীল দেশে প্রতিটি সরকারের পটপরিবর্তনের পূর্বে বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মানবাধিকার, আইনের শাসন ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর কথা বলা হয়। কিন্তু পরিবর্তনের পর দেখা যায়, যেই লাউ সেই কদু। বরং অন্যায়, অনিয়ম, দুর্নীতি, হতাশা ইত্যাদি আগের তুলনায় বহু গুণ বৃদ্ধি পাইবার কারণে অনেকে তখন স্বগতোক্তি করিতে থাকেন যে, আগের জমানাই ভালো ছিল।

কমালা হ্যারিস কিংবা ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সমীকরণ বদলাবে?



রূপসা সেনগুপ্ত

র্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে পুরো বিশ্ব। ভোটের ময়দান থেকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সরে দাঁড়ানো এবং তার পরিবর্তে কমালা হ্যারিসের মনোনয়ন থেকে শুরু করে প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর প্রচারসভায় হামলায়-একাধিক নাটকীয় মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের এই নির্বাচন। অন্যদিকে, ভোটের প্রচারে নেমে দুই প্রার্থীই বুঝিয়ে দিয়েছেন লড়াইয়ের ময়দানে প্রতিপক্ষকে এক চুলও ছাড়তে রাজি নন তারা। ব্ঝিয়ে দিয়েছেন, ভোটারদের মন জয় করতেও তারা বদ্ধপরিকর। একদিকে ডেমোক্র্যাট কমালা হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি, বিদেশনীতি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, মানবাধিকার, গর্ভপাতের মতো ইস্যু-সহ নারীদের অধিকার এবং পরিবেশ রক্ষার তার অঙ্গীকারের বিষয়ে জোর দিয়েছেন। অন্যদিকে, অভিবাসন ইস্যু, স্বাস্থ্য পরিষেবা, 'মুদ্রাস্ফীতির ইতি টেনে যুক্তরাষ্ট্রকে অ্যাফোর্ডেবল বানানো'সহ একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মি. ট্রাম্প। এই দুই প্রার্থীর মধ্যে কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবেন সেই নিয়ে আপাতত জল্পনা তুঙ্গে। একইসঙ্গে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের এই আসন্ন পরিবর্তনের প্রভাব ভারত-সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে কতখানি পড়তে চলেছে। অগাস্ট মাসে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট যিনিই নির্বাচিত হন না কেন, ভারত তার সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হবে। 'ইন্ডিয়াসপোরা ইমপ্যাক্ট রিপোর্ট' প্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, "আমেরিকান সিস্টেম শীঘ্রই তার রায় জানাবে ...আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সাথে কাজ করতে সক্ষম হব, তিনি যেই হোন না কেন।" প্রসঙ্গত, ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতোমধ্যে একবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার সময় একাধিক বিষয়ে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদ্বারিত্ব দেখা গিয়েছে। ব্যক্তিগত স্তরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো। যুক্তরাষ্ট্রে 'হাওডি মোদী' বা ভারতে মি. ট্রাম্পকে স্বাগত জানানোর জন্য বর্ণাত্য ব্যবস্থা থেকে তা স্পষ্ট হয়েছে। পাশাপাশি

জনসমক্ষে একে অপরের প্রশংসা

ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেখা গিয়েছে। মিজ হ্যারিসের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে ভোটের লড়াইয়ে শামিল হওয়া নিয়ে ভারতীয়দের অনেকেই, বিশেষত আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে উচ্ছাস দেখা গিয়েছে। তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পর্ক ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো না হলেও জো বাইডেনের সঙ্গে তার (মি. মোদীর) সম্পর্ক ভালো। মি. বাইডেনের শাসনকালে একাধিকবার মার্কিন সফরে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। ২০২৩ সালে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের পক্ষ থেকে তাকে স্টেট ডিনারেও আমন্ত্ৰণ জানানো হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হলো ডোনাল্ড ট্রাম্প বা কমালা হ্যারিস- যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট যিনিই হন না কেন, ভারতের সঙ্গে মার্কিন মুলুকের সমীকরণ কতটা বদলাতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে সাবেক কুটনীতিক এবং লেখক রাজীব ডোগরা বিবিসি বাংলাকে ব্যাখ্যা করেছেন, "কমালা হ্যারিস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প দুজনেই ভারত সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল। ভারত-ও এই দুই প্রার্থীকে ভালোভাবে চেনে।" "মি. ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ভারতে এসেছেন। আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তার শাসনকালে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন। জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট থাকাকালীনও মার্কিন সফরে গিয়েছেন বেশ কয়েকবার। তার সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক ভালো।" এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কে ক্ষমতায় এলে ভারতের পক্ষে লাভজনক হবে বা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কেমন প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়ে নিজেদের মতামত জানিয়েছেন ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা। জানিয়েছেন, নতুন প্রেসিডেন্ট এলে দুই দেশের সম্পর্কে তেমন বড়সড় প্রভাব না পড়লেও ক্ষেত্র বিশেষে এর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ভারতের দিক থেকে দেখতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো, এবং সেই সমীকরণ যাতে বজায় থাকে. সেটা একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। যক্তরাষ্ট্রে নতন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় এলে সে দেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য নীতি, অভিবাসন সংক্রান্ত বিষয়ে তার অবস্থান, জ্বালানি বিষয়ক নীতি জলবায়ু সম্পর্কিত নীতি এবং চীনের প্রতি তার মনোভাবের মতো একাধিক বিষয় ভারতকে প্রভাবিত করতে পারে। একইসঙ্গে প্রভাবিত করতে পারে বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতিতে ভারতের ভূমিকাকেও- তা সে পশ্চিম এশিয়ার সংকটের ক্ষেত্রে হোক বা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। মিজ হ্যারিস প্রেসিডেন্ট হলে আঞ্চলিক

নরেন্দ্র মোদী। অন্যদিকে, ভারতীয়

বংশোদ্ভত কমালা হ্যারিসকে

ইতোমধ্যে বাইডেন প্রশাসনের



সহযোগিতা এবং বাণিজ্য চুক্তির উপর জোর দিয়ে বাইডেন প্রশাসনের বহুপাক্ষিক নীতিকেই অব্যাহত রাখবেন বলে অনুমান করেন বিশেষজ্ঞদের অনেকে। আবার ডোলান্ড ট্রাম্প ভারী শুল্ক এবং সংরক্ষণবাদের দিকে মনোনিবেশ-সহ বাণিজ্য কৌশলগুলি পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন বলেও অনুমান করা হচ্ছে। তার এই নীতি বিশ্ব বাণিজ্যের গতিকে ব্যাহত করতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। জো বাইডেনের শাসনকালে যেখানে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। কমালা হ্যারিস ক্ষমতায় এলে সেই ধারা অব্যাহত থাকতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত। অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ভারতের সঙ্গে সে দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করেছিল প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং আঞ্চলিক উদ্যোগ। তবে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মি. ট্রাম্পের নীতি ভারতের পক্ষে নাও যেতে পারে বলেও আশঙ্কা করেছেন অনেকে। সাম্প্রতিক এক প্রচার সভায় তিনি ভারত 'আমদানি শুল্কের' অপব্যবহার করে বলে অভিযোগ তুলেছেন এবং 'রেসিপ্রোকাল ট্রেড' চালু করার কথাও বলেছেন। যদিও প্রধানমন্ত্রী মোদীকে 'চমৎকার মানুষ' বলে প্রশংসা করতে শোনা গিয়েছে তাকে। আবার রাশিয়া এবং চীনের বিষয়ে ভারতের অবস্থানকে মাথায় রাখলে মিজ হ্যারিসের তুলনায় মি. ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে তা ভারতের পক্ষে যেতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হন তাহলে তা ভারতের জন্য কিছুক্ষেত্রে তা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন বাজারে চীনা আমদানি ঠেকাতে ভারতের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে। যে বিষয়গুলোতে প্রভাব পড়তে পারে তার মধ্যে অভিবাসন নীতিও রয়েছে। কমালা হ্যারিস 'এইচ-ওয়ান বি' ভিসার (যার উপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশের কর্মীদের নিয়োগ করে) অনুমোদনের পক্ষে। ভারতের একাধিক সেক্টর বিশেষত তথ্য প্রযুক্তি জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ঐতিহাসিকভাবে দেখা গিয়েছে 'এইচ- ওয়ান বি' ভিসার অনুমোদনের ক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাটরা অনেকটাই উদার রিপাবলিকানদের তুলনায়। আবার রাশিয়া-ইউক্রেন

ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার 'নৈকট্য'কে ভালোভাবে দেখেনি বাইডেন প্রশাসন। যদি মিজ হ্যারিস প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হন, তাহলে রাশিয়ার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই অবস্থান তেমন পরিবর্তন হবে না বলেই মনে করা হয়। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে এই পরিস্থিতির বদল হতে পারে। রাজীব ডোগরার মতে, "মি. ট্রাম্পের আগের মেয়াদে দেখা গিয়েছে আমেরিকাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন। অনুমান করা যায়, তিনি যদি আবার ক্ষমতায় আসেন, তাহলে সেই নীতির কোনও পরিবর্তন হবে না। অন্যদিকে, তিনি যে কোনওরকম সংঘাত এড়িয়ে চলবেন বলেই অনুমান করা যায়। অর্থাৎ এখনই তিনি এমন কোনও পদক্ষেপ নেবেন না যাতে রাশিয়া বা চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধে।" "আবার কানাডার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের বর্তমান যে পরিস্থিতি সেটা নিয়েও কোনও কড়া অবস্থান তিনি নেবেন না বলেও আশা করা যায়। বরং তিনি চাইবেন বিষয়টা যাতে নিষ্পত্তি হয়ে যায়।" বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করেন, কমালা হ্যারিস যদি প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন তাহলে

অনেক ক্ষেত্রেই বাইডেন প্রশাসনের নীতিমালার প্রতিফলন দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মি. ডোগরা বলেন, "ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন কমালা হ্যারিস কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পলিসির উপর নজর রাখতেন। হয়ত তার পররাষ্ট্রমন্ত্রক, প্রতিরক্ষামন্ত্রকের মতো স্থানে কিছু বদল হতে পারে। হয়ত সেখানে নতুন মুখ দেখাও যেতে পারে। সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল পলিসিতে (বিশ্বনীতিতে) কিছ পরিবর্তন হবে। ভারতনীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসতে পারে. তবে সেটা তেমন বড়সড় বদল হবে না বলেই ধারণা করা যায়। কারণ কমালা হ্যারিসের কার্যকালে তার অবস্থান অনেকঢাহ স্পন্ত হয়েছে। "ডোনাল্ড ট্রাম্প বা কমালা হ্যারিসের মধ্যে যিনিই প্রেসিডেন্ট হন, ভারতের সঙ্গে সমীকরণে তেমন প্রভাব পড়বে না বলে আমি মনে করি। পরিবর্তন যেটা আসতে পারে সেটা হলো ডাইরেকশনে বা দিশায়। অর্থাৎ, কমালা হ্যারিস এলে অনুমান করা যায় জো বাইডেনের শাসনকালে যে দিশাতে চলত, কমবেশি সে পথেই চলবে।

তাহলে একটা দিশা পরিবর্তন দেখা যাবে। এই টুকুই।" এখন রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু বা গাজায় চলমান যুদ্ধের ক্ষেত্রে নয়া প্রেসিডেন্টের ক্ষমতায় আসা কী পরিবর্তন আনতে পারে সেদিকেও বিশ্বের অন্যান্য দেশ তাকিয়ে রয়েছে। মি. ডোগরার কথায়, "এই সংঘাতগুলোর মোকাবিলার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান কী হবে সেটাও ভাবার বিষয়। কারণ কতদিন ধরে এই পরিস্থিতি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে এবং তা কতটা বাস্তবসম্মত সেটা বিবেচনার বিষয়।" "যদি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হন তাহলে এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থানের পরিবর্তন আসবে। সেটা রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্য হোক বা গাজা। কিন্তু কমালা হ্যারিসের ক্ষেত্রে অবস্থান এই মুহূর্তেই যে বদলে যাবে তেমনটা নয়। এই ইস্যগুলোতে মার্কিন ইনভল্ভমেন্ট কতটা হবে সেটা হয়তো নির্ধারণ করবেন তিনি আগামীদিনে।" ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং চীন মানব রচনা ইন্সটিটিউট অফ রিসার্চ অ্যান্ড স্টাডিজ-এর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক উপমন্য বসুর মতে, "ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ভিত যে বুনিয়াদী বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে, তা হলো পারস্পরিক আদানপ্রদান। এর মধ্যে রয়েছে একে অন্যের আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বের বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল হওয়া, মানবাধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া এবং পারস্পরিক কৌশলগত স্বার্থকে সম্মান করা। ওভাল অফিসে যিনিই আসুন, মোটের উপর এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নিরিখে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন আসবে না।" এর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। অধ্যাপক বসুর মতে, "ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারতের গুরুত্ব, ভারতের কৌশলগত অবস্থান, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং সামরিক সক্ষমতার কারণে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পার্টনার বলে মনে করা হয়। এর আরও একটা কারণ হলো চীন।" ওই অঞ্চলে চীনের প্রভাবকে প্রশমিত করতে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ। মি. ডোগরা বলেছেন, "সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বে যে পরিবর্তন হয়েছে তাতে ক্ষমতার নিরিখেও পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। চীন এক নম্বরে যেতে চায়, খোলাখুলি বিশ্বের সবচেয়ে বোশ শক্তিশালী দেশ হয়ে ওঠার জন্য চ্যালেঞ্জ জানায়। এই বিষয়টা যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মাথায় রাখতে হবে. তেমনই তাদের সামনের দিকে এগোতেও হবে কারণ চীন কিন্তু এগোচ্ছে।" "স্ট্র্যাটেজিক ইস্যুগুলোতে কিন্তু চীন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তাই কমালা হ্যারিস বা ডোনাল্ড ট্রাম্প যিনিই ক্ষমতায় আসুন না কেন, তাকে চীনের বিষয়টা মাথায়

রাখতেই হবে। যুক্তরাষ্ট্রকে সে কথা মাথায় রেখে নীতিগত পরিবর্তন আনতে হবে- বাণিজ্ঞািক হতে পারে, বা স্থ্যাটিজিক। কারণ এগুলো পাওয়ার ইন্ডিকেটর হিসাবে ধরা হয়।" জিন্দল স্কল অফ গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক পলিসির অর্থনীতির অধ্যাপক ড. দেবজিৎ ঝা মনে করেন চীনের বিষয়ে কড়া মনোভাব নিতে পারেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, যা ভারতের পক্ষে যেতে পারে বলে মনে করেন তিনি। অধ্যাপক ঝা বলেছেন, "চীনের প্রতি কড়া নীতি নিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র যা ভারতের পক্ষে সবিধাজনক হতে পারে। ভারতের বাণিজ্যিক দিক থেকে যেমন লাভ হবে তেমনই চীনের মোকাবিলা করতে সেক্ষেত্রে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত এবং প্রতিরক্ষাগত অংশীদারিত্ব বাড়বে। এটা কিন্তু পরোক্ষভাবে ভারতের বাণিজ্যের পক্ষে হবে।' আবার একাধিক ক্ষেত্রে কমালা হ্যারিসের নীতি ভারতের পক্ষে। অধ্যাপক ঝা ব্যাখ্যা করেছেন, "যদি কমালা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তাহলে তার বহুপাক্ষিক নীতি, জলবায়ু বিষয়ক উদ্যোগ, এবং বাণিজ্যিক নীতি প্রায় আগের মতোই থাকবে যা ভারতের পক্ষে। এইচ ওয়ান-বি ভিসার ক্ষেত্রেও সমস্যা হবে না।" "যদি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হন তাহলে এইচ ওয়ান-বি ভিসার অনুমোদন একটা বড় বিষয় হবে। কারণ তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ আগে দেখবেন। তার ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও স্ক্রুটিনি বাড়বে। ফার্মাসিউটিক্যাল, টেক্সটাইল, তথ্য প্রযুক্তিতে এর প্রভাব পড়বে।" অন্যদিকে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'নৈকট্যের' বিষয়েও উল্লেখ করেছেন তিনি। তার মতে, "প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা মাথায় রাখলে দেখা যাবে এগুলো কোনও সমস্যাই নয়।" এই ব্যক্তিগত স্তরে সম্পর্ক কিন্তু কমালা হ্যারিসের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর নেই বলেই বিশেষজ্ঞদের মতামত। এই প্রসঙ্গে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটা দিক তুলে ধরেছেন অধ্যাপক বসু। তার মতে, "অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতকে তার সম্পর্ক ভালো রাখতেই হবে। ডিজিটাইজে**শ**ন নিয়ে ভারতের যে উচ্চাকাঙক্ষা রয়েছে এবং যে দিশাতে দেশ এগোচ্ছে সেই পথে হটিতে হলেও এই সম্পর্ককে ভালো রাখতে হবে।" "আবার যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতকে অস্বীকার করতে পারবে না তার কারণ ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি এবং তথ্য প্রযুক্তিতে বলীয়ান কর্মক্ষমতা। আর এই কারণগুলোর জন্যই দুই দেশই চাইবে সম্পর্ক ভালো রাখতে।" स्रो: विवित्रि निष्ठेक वाश्ना



•••••

গোলাম ছাত্তার গাজী

ভল কমিশন বা সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণী কমিশন (SEBC) Socially and Educationally Backward Classes ভারতে ১৯৭৯ সালে প্রধানমন্ত্রী দেশের অধীনে জনতা পার্টি সরকার দ্বারা ভারতে সামাজিক বা শিক্ষা গত ভাবে অনগ্রসর শ্রেণীগুলিকে চিহ্নিত করার আদেশ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটির নেতৃত্বে ছিলেন ভারতীয় সংসদ সদস্য বিপি মন্ডল, জাতিগত বৈষম্য মোকাবিলায় মানুষের জন্য সংরক্ষণের প্রশ্নটি বিবেচনা করতে এবং পশ্চাৎপদতা নির্ধারণের জন্য ১১টি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত সূচক ব্যবহার করার জন্য। ১৯৮০ সালে ভারতের জনসংখ্যার ৫২% বর্ণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক সূচকের ভিত্তিতে চিহ্নিত ওবিসি (অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী) এর যৌক্তিকতার ভিত্তিতে কমিশনের প্রতিবেদন সুপারিশ করা হয়েছিল যে অন্যান্য অনগ্রসর

করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং পাবলিক সেক্টর উদ্যোগের অধীনে চাকরির ২৭% এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসন সংরক্ষণ এইভাবে এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের জন্য মোট সংরক্ষণের ৪৯.৫% হয়েছে। যদিও প্রতিবেদনটি ১৯৮০ সালের সম্পন্ন হয়েছিল।। ভারতের সংবিধান, অনুচ্ছেদ 15/4 বলে এই অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদের ২৯ এর ধারা (২) এর কোন কিছুই সামাজিক বা শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর অগ্রগতির জন্য কোন বিধান করতে রাজ্যকে বাধা দেবে না। নাগরিক বা তফসিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য। মন্ডল কমিশন তাই ১৯৩১ সালে আদমশুমারির ডেটা ব্যবহার করে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছিল ।শেষ বর্ণ -সচেতন আদমশুমারি কিছু নমুনা অধ্যায়ের সাথে এক্সট্রাপোলেটেড। ইন্দ্র সাহনি মন্ডল কমিশন এবং সরকারি সিদ্ধান্তকে সুপ্রিম কোর্টে নয় বিচারপতির বেঞ্চের সামনে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। মামলাটি ইন্দ্র সহনি এন্ড আদার্স বনাম ভারতের ইউনিয়ন নামে পরিচিত ছিল।। উভয় পক্ষের শুনানির পর বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকার এবং পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগের অধীনে ২৭% চাকরি সংরক্ষণের সরকারের সিদ্ধান্ত বহন রাখে যে ৫০ শতাংশ কোটার সর্বোচ্চ সীমা থাকবে এবং এটাই নির্ধারিত হয়েছে।

শ্রেণীর (ওবিসি) সদস্যদের মঞ্জুর

মণ্ডল কমিশন ও সংখ্যালঘু



পশ্চাদপদতা নিশ্চিত করতে ১১ টি সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া ওই বেঞ্চ বলেছে যে আয়ের ক্রিমি লিয়ার অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর কোটার জন্য প্রযোজ্য হবে। বর্তমানে ক্রিমিলিয়ারের সীমা হল পারিবারিক আয় প্রতিবছর 4 লক্ষ। কিন্তু এটা উল্লেখ্য ১৯৯২
সালে বাস্তবায়িত হয়েছিল।
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওবিসি
সংরক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য মন্ডল
কমিশনের দ্বিতীয় সুপারিশ ২০০৬
সালে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এই
সময়ে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন

মন্ত্রী অর্জুন সিং অল ইন্ডিয়া
ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সাইন্স
অন্যান্য অগ্রসর শ্রেণীর জন্য ২ ৭
শতাংশ আসন সংরক্ষণের
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলন।
সংরক্ষন বা রিজার্ভেশন:
ভারতীয় সংবিধান হলো দেশের

চূড়ান্ত আইন। রিজার্ভেশন ব্যবস্থার উৎস ভারতের পুরানো বৈষম্য মূলক বর্ণ ব্যবস্থা যেহেতু অসমকে সমান ভাবে বিবেচনা করা যায় না। ভারতীয় সংবিধান সমতাকে লালন-পালন করার জন্য ইতিবাচক বৈষম্যের অনুমতি দেয়।

গণতান্ত্রিক ও সমতাবাদী সমাজে পরিণত করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সংবিধানের পুরো নেতারা সংরক্ষণের নীতি রেখেছিলেন। যাতে সমাজ মূল স্রোতে যুক্ত হতে পারে। সংরক্ষণ তাই সাধারণ নিয়ম ব্যতিক্রম ছিল, রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিদের উন্নীত করার জন্য শিক্ষা এবং সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ মঞ্জুর করা হয় যখন নাগরিকদের একটি শ্রেণী রাষ্ট্র কর্তৃক সরবরাহকৃত পরিষেবা গুলিতে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করা হয় না। ভারতেই এসসি, এসটি, ওবিসি শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে যারা প্রজন্ম ধরে সামাজিক, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধা বঞ্চিত এবং শোষিত। সংবিধানে সুবিধা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার 78 বছর পার হওয়ার পরেও এখনো বহু জনগোষ্ঠী যাদের শিক্ষা একেবারেই তলানি তে, সামাজিকভাবেও তারা সমাজের উচ্চ বর্ণ এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত মানুষের কাছে আজও তারা অবহেলিত। অর্থাৎ এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষগুলো ভারতবর্ষের আইন সংবিধানে একটু সুবিধা দিলেও তা কোন সরকারই ঠিক ঠিক মতো প্রয়োগ করেননি। বলা যেতে পারে এ পর্যন্ত সমস্ত সরকারই এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর

ভারতীয় সমাজকে একটি

জন্য অবহেলাই করেছেন। সেই কারণে এখনো পর্যন্ত সমাজে প্রবলভাবে এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষরা শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষ ঠিক ঠিক মতো বসবাসের উপযক্ত পরিবেশ থেকে বঞ্চিত। সম্মানজনক কাজকর্ম থেকে বঞ্চিত। উন্নত মানের সামাজিক জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত। স্বাধীন ভারতে এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর এক করুন নিদর্শন বিভিন্ন শহরের অলিতে গলিতে এবং প্রত্যন্তর গ্রামগুলিতে লক্ষ্য করলে এই দৃশ্য বিদ্যমান। যে কারণে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষরা বিরাট ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেনা। অনগ্রসর সম্প্রদায় যদি উন্নীত হতো, তাহলে দেশের অর্থনীতিটাও অনেক বেশি শক্তিশালী হত। এই দিকটা লক্ষ্য না করে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার আরো যাতে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে তার ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন।। এর উপরেই কেন্দ্রের সরকার সমস্ত সংরক্ষণ গুলি ধীরে ধীরে বাতিল করার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সেই কারণে গোটা দেশের শুভবুদ্ধির সমস্ত মানুষ রিজার্ভেশন এর জন্য কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লডাই আন্দোলন সংঘটিত করে এই রিজার্ভেশনকে আরো ধারাবাহিকতা রাখার দাবিতে গৰ্জে উঠতে হবে।

***মতামত লেখকের নিজস্ব

প্রথম নজর

১৩ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বদলি করায় বিক্ষোভ সিডিপিওর বিরুদ্ধে



বাইজিদ মণ্ডল 🔵 ডায়মন্ড হারবার আপনজন: মথুরাপুর ১ নং ব্লকে ১৩ জন আইসিডিএস কর্মীকে বদলির অর্ডার দিয়ে দীর্ঘ ছুটিতে চলে যান সিডিপিও। কর্মীরা হঠাৎ বদলির নির্দেশ পাওয়ায় দিশেহারা তারা। কর্মীদের কিংবা তাদের সেন্টারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও শুধু রাজনৈতিক কারণে শাসক দলের মদতে কয়েক জন কর্মীর বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিতে এই বদলির অর্ডার দেওয়া হয়েছে বলে কর্মীদের অভিযোগ। কয়েক জন কর্মীরা অভিযোগ করেন, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও শাসকদলের লোকেরা তাদের হুমকি দিচ্ছে, এমনকি একজন কর্মীকে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার থেকে বার করে দিয়ে সেন্টারে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে পঞ্চায়েত সদস্য। আজ বদলির কবলে পড়া আই সি ডি এস কর্মীরা ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা শাসকের নিকট তাদের অভিযোগ পত্র জমা দিয়ে অবিলম্বে সিডিপিওকে।

বদলির অর্ডার প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন তারা। রাজনৈতিক স্বার্থে আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে এই বদলির অর্ডার দেওয়া হয়েছে বলে ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স এণ্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের অভিযোগ। ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দিয়ে অবিলম্বে বদলির নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আইসিডিএস কর্মী ইয়াসমিনা হালদার জানান অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের বদলির কোন বিধান নেই, তৎসত্ত্বেও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে সিডিপিও বদলির অর্ডার দিয়েছেন। এই অর্ডার প্রত্যাহার না করলে ব্লকের সমস্ত আইসিডিএস কর্মী বহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে জানান। আন্দোলনের জন্য যদি মা ও শিশুদের পরিষেবায় কোন প্রভাব পড়ে তার দায় নিতে হবে

সেহারাবাজার দারুল উলুমের সেরা ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হল



মোল্লা মুয়াজ হসলাম 🛡 বধমান আপনজন: সারা দেশের অন্যতম সেরা দ্বীনি প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম সেহারাবাজারে প্রাথমিক স্তর থেকে দাওরা হাদিস পর্যন্ত পড়াশোনা সুনামের সাথে চলছে। এখানকার হিফজ, কেরাত ও ইফতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা প্রতিবছরই দরসে নিযামী মাদ্রাসার সেরা তালিকায়

আজ মাদ্রাসার অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী এবং প্রতিষ্ঠানের চার শতাধিক ছাত্রের মধ্য থেকে সেরা শিক্ষার্থীদের

পরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক মুফতি জাকির হোসেন, বিশিষ্ট আলেম মুফতি ইব্রাহীম সাহেব, মুফতি হোসাইন আহমেদ, সহ-সম্পাদক হাফেজ মইনুদ্দিন এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। দেওবন্দের কৃতি ছাত্র ও দারুল উলুম সেহারাবাজারের শাইখুল হাদিস মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমী সবার কল্যাণে বিশেষ দোয়া করেন। এই সংবর্ধনা সভায় ছাত্র ও কর্মকর্তাদের মধ্যে উৎসাহ ছিল

চোখে পড়ার মতো।

হরিণখোলা ১ নং অঞ্চলে রক্তদান শিবির



নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 হুগলি আপনজন: আরামবাগের হরিণখোলা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মুফতি জুলফিকার আহমেদ ফাউন্ডেশন উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হল। প্রায় ৬০ জন রক্তদাতা এই শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন। প্রায় ২০০ রোগি শরীর পরীক্ষা করালেন। দন্ত চক্ষু গাইনো চেস্ট ইসিজি মেডিসিন সহ ৭ জন ডাক্তার বাবু এই শিবিরে বিনা পারিশ্রমিকে

রোগী দেখলেন। হরিণখোলা ১ নং অঞ্চলের প্রধান সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই শিবিরে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মুফতি জুলফিকার আহমেদ ফাউন্ডেশন এর সম্পাদক খলিল মল্লিক। সভাপতি জাকির মল্লিক। সামসুল আলম। আজিজুল হক রাকিব মল্লিক। বাহারুল ইসলাম তরিকুল মল্লিক সানাউল্লাহ মল্লিক সহ ফাউন্ডেশনের সদস্যদের যৌথ উদ্যোগে এই শিবির সফল ভাবে সম্পন্ন হয়।

হবিবপুর থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে এবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠল

আপনজন: আবারো নাম জডাল সিভিক ভলেন্টিয়ার এর বিরুদ্ধে। ধর্ষণের অভিযোগ হবিবপুর থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল হবিবপুর থানা এলাকায়।এমন অভিযোগ তোলপাড় রাজনৈতিক মহলে। রক্ষক ই ভক্ষক এবার বাড়িতে ঢুকে এক গৃহবধুকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি করেছে হবিবপুর থানার ঋশিপপুর অঞ্চলে। বাড়িতে ঢুকে এক মহিলাকে বিবস্ত্র করে ধর্ষণের অভিযোগ এক সিভিকের বিরুদ্ধে।কালীপুজোর দিন শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর ব্লকের ঋষিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বিষয় সম্বন্ধে জানিয়ে গত শনিবার প্রথমে হবিবপুর থানায় অভিযোগ করা হয়, কিন্তু পুলিশ কোন রকম



ভাবে পদক্ষেপ করে নি বলে অভিযোগ। তাই পরবর্তীতে সোমবার পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান ওই নির্যাতিতা গৃহবধূ । নির্যাতিত গৃহবধু জেলা পুলিশ সুপারের সাথে এই বিষয়ে সরাসরি কথা বলেন যদিও জেলা পুলিশ সুপার এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন নিৰ্যাতিতা মহিলাকে।

জানাযায়, অভিযুক্ত সিভিকের নাম মনোজ মন্ডল। বাড়ি হবিবপুর থানার ঋষিপুর অঞ্চলে। মহিলার অভিযোগ,ঘরে কাপড় পাল্টানোর সময় হঠাৎ ঢুকে পড়ে ওই সিভিক। ওই মহিলা বলেন আমার হাত, মুখ চেপে ধরে বিবস্ত্র করে ধর্ষণ করে সে। আমার চিৎকার শুনে মা-বাবা ঘরে এসে পড়লে সে পালিয়ে যায়। এরপর

গত শনিবার প্রথমে হবিবপুর থানায় ও পরবর্তীতে সোমবার পুলিস সপারের কাছে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। যদিও অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যে বলে দাবি করেন সিভিক ভলেন্টিয়ার মনোজ মন্ডলের। সে জানায়, শুক্রবার ওই মহিলা তাকে ফাসানোর চেষ্টা করছে। ঘটনার সময় আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে মন্দিরে পুজো করছিলাম। মিথ্যে অভিযোগ করে ফাসানো হচ্ছে আমাকে। নির্যাতিতা মহিলার আরও অভিযোগ, ঘটনার পর ওই সিভিকের পরিবার লোহার রড নিয়ে বাবা-মা ও আমার উপর চড়াও হয় মারধর করে। ঘটনায় বাবার মাথা ফেটে যায়। পাল্টা সিভিক জানায়, যেহেতু আমি সিভিকের কাজ করি সেই কারণে আমাকে হেনস্থা ও ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন ওই মহিলা। তদন্তে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কালীপুজোর বিসর্জনে বোমবাজি



চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনারপুর আপনজন: সোমবার রাতে কালী পূজার বিসর্জন থেকেই চললো বোমাবাজি।আর এই বোমাবাজি জেরে ভাঙলো বাড়ির দরজা ও জানালার কাচ, আতঙ্কে পরিবার।বারুইপুর পুলিশ জেলার নরেন্দ্রপুরের ঘটনা। রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গড়িয়া নবগ্রাম ঝিল রোডের পাশেই এই ঘটনাটি ঘটে বলে অভিযোগ।সোমবার রাতেই ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের তরফে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।আর তার পরেই তদন্তে নামে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

দৌলতনগর এই চারটি অঞ্চলের

অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করেন।

টোটো,অটো থেকে শুরু করে ছোট

হাসপাতাল,ব্যাংক ও বাজার যেতে

হলে এই সেতুর উপর দিয়েই যেতে

হয়। জেলা পরিষদের কংগ্রেসের

সদস্যা চুমকি দাস বলেন, সেতুটি

সংস্কারের বিষয়ে জেলায় জানাব।

টোটো চালক আসিম আলি বলেন.

ঝুঁকি নিয়ে সেতুটি পারাপার হতে

হয়। বিশেষ করে রাতে চরম

সমস্যা হয়। সেতুর দুই পাশের

রেলিং গুলি দ্রুত সংস্কার করা না

হলে গাড়ি উল্টে জখম হয়ে যেতে

পারে মানুষজন। স্থানীয় বাসিন্দা

সামসুল হক বলেন, আমরা ব্লকে

বিষয়টি জানিয়েছি। এখনও পর্যন্ত

সংস্কারের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ

করেননি প্রশাসন।

বড়ো বাহন চলাচল করে থাকে।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানা,

রেলিং ভাঙা সেতুতে

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পুলিশ-জনতা সংযোগে কালীপুজো



সাবের আলি

বড্ঞা আপনজন: পুলিশ-জনতা সংযোগে বড়ঞা পুলিশের উদ্যোগে এ বারই প্রথম সেখানে কালীপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। পাঁচদিন ধরে চলছে এই কালীপুজো। এ জন্য এলাহি আয়োজন করেছে থানা সমন্বয় কমিটি। উদ্বোধন থেকে বিসর্জন সব কিছুতেই চমক থাকছে। থানা চত্বরেই থিমের মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। লাল শালু দিয়ে তৈরি মণ্ডপে বিভিন্ন মাঙ্গলিক উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। শাঁখা-পলা, ত্রিশূল, বল্লম, ঘণ্টা, মঙ্গলঘট দিয়ে সাজানো হয়েছে মণ্ডপ। বড়ঞা থানার এই পুজোর উদ্বোধন করেন পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি বড়ঞা থানার আশপাশের গ্রামের মানুষ সামিল হয়েছিলেন পুজোর আনন্দে মেতে উঠতে। তাতে এলাকার শিল্পীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন

তৃণমূলের কর্মী খুন, পরিবারের পাশে কাজল

আমীরুল ইসলাম 🔵 বোলপুর **আপনজন:** বীরভূম জেলায় বিধানসভার কংকালী পঞ্চায়েতের সদস্য সমীর থান্ডার (৪৫) গত পরশুদিন খুন হয়েছে। শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ ইতিমধ্যে ছয় জনকে আটক করেছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ঠিক কি কারনে সমীর থান্ডার কে খুন করা হয়েছে জানার জন্য। সমীর থাভারের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন বীরভূম জেলা

বারভূম জেলা সভাাধপাত, নানুরের তাদের কঠোর থেকে কঠোরতম

বিএসএফের হাতে ধৃত সোনা

শাস্তির দাবি করেন।



সজিবুল ইসলাম 🗕 ডোমকল আপনজন: অভিনব কায়দায় সোনা পাচার করতে গিয়ে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাতে পাকড়াও সোনা সহ এক পাচারকারী। ঘটনাটি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার ফরাজীপাড়া ১ নং বিওপি পয়েন্টের। বিএসএফ সূত্রে জানা যায়, জলঙ্গীর ১৪৬ নম্বর বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান ফরাজীপাড়া বিওপি এরিয়ায় টহুলদারি চালানোর সময় এক যুবকে সন্দেহ হওয়াই তাকে আটক করে তল্লাশি চালালে তার পায়ের জুতো থেকে উদ্ধার হয় মোট চার পিস সোনার বিস্কুট।বাংলদেশে থেকে ভারতে আসছিল না ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছিল সেই বিষয়ে ইতি মধ্যে তদন্ত শুরু করেছ বিএসএফ ও পুলিশ যৌথভাবে। বিএসএফ আরো বলেন তবে বাংলাদেশ থেকে সোনা ভারতে পাচার করার ছক ভেস্তে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

কালিয়াচকের বেসরকারি স্কুলগুলি শিক্ষার বিপ্লব ছড়াচ্ছে মালদা জুড়ে

নাজমুস সাহাদাত 🔵 কালিয়াচক আপনজন: গোটা মালদা জেলা জুড়ে শিক্ষার বিপ্লব ঘটিয়েছে কালিয়াচকের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। উচ্চমানের শিক্ষার প্রগতি ও সাফল্যের শিখা জ্বালিয়েছে কালিয়াচকের বেশকিছু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। তারই মধ্যে শিক্ষার বুনিয়াদ গড়তে কালিয়াচক আবাসিক মিশন ১৮ বছর ধরে শিক্ষাদানে নিয়োজিত। কালিয়াচক আবাসিক মিশনে শুধু প্রথাগত শিক্ষা নয়, যে শিক্ষায় চরিত্র গঠন ও মনের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং বুদ্ধির বিকাশ ছাড়াও নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হয়। একজন সুশিক্ষিত ছাত্রই একদিন আদর্শ মানুষ রূপে তৈরি হবে। এদিন কালিয়াচক আবাসিক মিশনে হয়ে গেল মেধা যাচাই প্রবেশিকা পরীক্ষা। কালিয়াচকের শত শত বেসরকারি স্কুল মিশনের ভিড়ে ২০০৫ সালে গড়ে ওঠা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যে সুনাম ছড়িয়েছে রাজ্য জুড়ে। প্রতিবছর মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং ডাক্তারি পড়ার সর্বভারতীয় নিট-এও নজর কাড়া ফলাফল করে চলেছে এই আবাসিক মিশনের ছাত্র-ছাত্রীরা। এদিন মঙ্গলবার নিজস্ব বিদ্যালয় ভবনে হয়ে গেল মেধা যাচাই প্রবেশিকা

এহসানুল হক 🔵 মাটিয়া

জমিদারদের বাগান বাড়িতে আগুন

ধরে গেল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে

ওই বাড়িকে হেরিটেজ তকমা

দেওয়া হয়েছিল। সেই বাড়িরই

একতলা এবং দোতলায় আগুন

লাগার খবর পেয়ে দেগঙ্গা থেকে

দমকলের ইঞ্জিন। স্থানীয়েরাও

থাকেন। শেষ পর্যন্ত আগুন

লেগেছে, তা এখনও স্পষ্ট

ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি

আগুন নেভানোর জন্য জল দিতে

নিয়ন্ত্রণে আসে। কী ভাবে আগুন

নয়।বসিরহাট-বেড়াচাঁপার মধ্যে

টাকি রোডের ধারে গড়ে উঠেছে

ধান্যকুড়িয়ার গাইন গার্ডেন। প্রায়

দেড়শো বছর আগে ধান্যকুড়িয়ার

দুর্গের আদলে ৩৩ বিঘা জমি জুড়ে

পাট ব্যবসায়ী মহেন্দ্রনাথ গাইন

ভবনটি নির্মাণ করেন। ইন্দো-

ইউরোপীয় মিশ্র রীতিতে তৈরি

হয়েছিল বাড়িটি। স্থানীয় সূত্রে

জানা যায়, ওই বাগান বাড়িতে

জমিদার ও তাঁদের ব্যবসায়িক

বরাবর মার্টিন রেল চলত।

সহযোগী ইংরেজদের বিনোদনের

ব্যবস্থা ছিল। সে সময়ে টাকি রোড

চারটে নাগাদ। গায়েন জমিদার দের

আপনজন: ধান্যকুড়িয়ায়



পরীক্ষা। এদিনের ভর্তি প্রবেশিকা পরিক্ষায় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণির প্রায় এক হাজার ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এবং আগামীকাল সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণির কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি মেধা যাচাই প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে। কালিয়াচক আবাসিক মিশনের আমিরুল ইসলাম জানান, "কালিয়াচক আবাসিক মিশন" জাতি- ধর্ম-নির্বিশেষে একটি উন্নতমানের প্রকৃত মানুষ গড়ার কারখানা। গত বছর ২০ জনের মত স্টুডেন্ট ডাক্তারী তে চান্স পায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলার ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে পডাশোনা করে। আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পঠন পাঠনের সুব্যবস্থা, আধুনিক যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত এক

ধান্যকুড়িয়ায় স্টেশনও ছিল। ওই

গার্ডেনে। ২০২২ সালে এই

দেওয়া হয়। যদিও স্থানীয়দের

অভিযোগ, তকমা পেলেও এর

রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি এখন,

বহুদিন ধরেই পড়ে রয়েছে এই

গায়েন বাড়ি। এলাকার মানুষরা

অভিযোগ করেন, এলাকার যারা

অসামাজিক মানুষ রয়েছে তারাই

সন্ধ্যার পরে ভিড় করেন এই গ্রাম

আধিকারিক রাজু দাস জানিয়েছেন,

ওই বাগানবাড়ির ভিতরে কিছু

পুরনো জামাকাপড়, আসবাবপত্র

ছিল, যেগুলিতে আগুন ধরে যায়।

প্রাচীন ওই বাড়িতে কোনও বিদ্যুৎ

সেখানে আগুন ধরল, তা খতিয়ে

দেখছে দমকল ও পুলিশ। এদিন

কংগ্রেসের চেয়ারম্যান এটিএম

বসিরহাট উত্তর বিধানসভার তৃণমূল

আব্দুল্লাহ রনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের

উত্তরে তিনি বলেন, গাইন বাড়িতে

কি কারণে আগুন লেগেছে আমরা

এখনো জানতে পারিনি। পুলিশ

এবং দমকলের আধিকারিকরা

এসেছেন।

সংযোগ নেই। তাই কী ভাবে

বাড়িতে।দমকল বিভাগের

বাগানবাড়িকে হেরিটেজ স্বীকৃতি

রেলে করে ইংরেজরা আসত গাইন

ধান্যকুড়িয়ার ঐতিহ্যময়

গায়েন বাড়িতে আগুন

সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক সহ গবেষণামূলক তৈরি হওয়ার শিক্ষাদান দেওয়া হয়। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চাও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলা, তথা শারীরিক শিক্ষা, কুইজ প্রতিযোগিতা, বক্তব্য, আবৃতি, চিত্রাঙ্কন, শিক্ষনীয় নাটক ছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আমাদের মূল লক্ষ্যই হল ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক জ্ঞান গুণসম্পন্ন একজন সদক্ষ মানবিক ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এই কালিয়াচক আবাসিক মিশন থেকে, বহু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সহ একাধিক উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

কুলতলিতে পাঁচ শতাধিক কর্মী সমর্থক



হাসান লস্কর 🔵 কুলতলি **আপনজন:** আইএসএফ সিপিআইএম ও এস ইউ সি আই থেকে পাঁচ শতাধিক কর্মী সমার্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। রাজ্যের ৬ বিধানসভা উপ নিৰ্বাচন যতই এগিয়ে আসছে বিরোধী দলের ভাঙ্গন ততই

বাড়ছে। মঙ্গলবার সকালে দেখা গেল কুলতলী বিধানসভার মেরিগঞ্জ এক নম্বর অঞ্চলের কোরানিয়া এলাকায় একাধিক রাজনৈতিক দল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করল কুলতলি বিধানসভার বিধায়কের উদ্যোগেই যোগদান সভায়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি ও বিধাকের প্রতিনিধি দল। আর এমনই যোগদান নিয়ে বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল জানান বিরোধীদের পায়ের তলায় মাটি নেই। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের সঙ্গী হতে একাধিক রাজনৈতিক দল থেকে এমনই যোগদান এটাই কুলতলী তথা পশ্চিমবঙ্গে চলছে। আমরা প্রতিটি অঞ্চলে এরকম যোগদান সভা করবো। আমাদের বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখে মানুষ ও

এগিয়ে আসছেন।

তারাপীঠে পুরোহিতের স্ত্রীকৈ গণধর্ষণ করার অভিযোগ

তানজিমা পারভিন 🛡 হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: রেলিং ভাঙা সেতুর

সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই

প্রশাসনের। ক্ষোভ এলাকায়।

উপর দিয়ে ঝুঁকির পারাপার। সেতু

হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের কাওয়ামারি

রেল গেট সংলগ্ন সেতুটি দীর্ঘ পাঁচ

পড়ে রয়েছে। রড বেরিয়ে কঙ্কাল

গাড়ি উল্টে যে কোন সময় দুর্ঘটনা

স্থানীয়দের। দুর্ঘটনা এড়াতে সেতুটি

যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের বিডিও

বছর ধরে রেলিং ভাঙা অবস্থায়

চেহারা দেখা নিয়েছে সেতুটির।

ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা

দ্রুত সংস্কারের দাবি করেছেন

তাপস কুমার পাল সেতুটি

সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই

সেতুর উপর দিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর,

মালিওর ১, মালিওর ২ ও

স্তানীয়রা।



নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 বীরভূম আপনজন: এবার তারাপীঠে গণধর্ষণের শিকার পুরোহিতের স্ত্রী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই অভিযুক্তকে। মহিলার প্রেমিকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বীরভূমের বাসিন্দা ওই পুরোহিত যুবক বছর খানেক আগে বিয়ে করেন। বিয়ের পর থেকে গ্রামের বাড়ি ছেড়ে যুবকের কর্মস্থলের কাছেই থাকতেন দম্পতি। শোনা যাচ্ছে, বিয়ের পর এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন পুরোহিতের স্ত্রী। ঘটনাচক্রে অভিযুক্ত দুই যুবক তা জানতে পেরে যায়। যুগলের উপর নজরদারি শুরু করে। তাঁদের ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবিও তুলে রাখে। এর পর ওই ছবি স্বামীকে দেখানোর ভয় দেখিয়ে রবিবার রাতে বধূকে নির্জন জায়গায় নিয়ে যায় সুপ্রিয় রায় ও বর্ষণ পাল নামে দুই যুবক। সেখানেই বধূকে গণধর্ষণ করা হয়। সূত্রের খবর, নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে অভিযুক্তরা বধূ ও তাঁর প্রেমিকের ছবি স্বামীর মোবাইলে পাঠিয়ে দেয়। এর পরই নির্যাতিতা পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিযুক্ত দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে

মল্লারপুর থানার পুলিশ।

পুজোর ছুটিতে একের পর এক স্কুলের গেট ভেঙে চুরি



নিজস্ব প্রতিবেদক 🗕 চন্দ্রকোনা আপনজন: পুজোয় ছুটি ছিল স্কুল, স্কুল খুলতেই চক্ষু চড়ক গাছ প্রধান শিক্ষকের, ভাঙা রয়েছে স্কুলের দরজা, খোলা রয়েছে আলমারি, ডাক পড়ল পুলিশের।ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের লক্ষীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের। পুজোতে ছুটি ছিল স্কুল আর এই সুযোগ নিয়েই স্কুল গেটের তালা এবং ভেতরে থাকা বেশ কয়েকটি আলমারির তালা ভেঙে চুরি। চুরি গিয়েছে স্কুলের বেশ কিছু নথি। স্কুলের আলমারির ভেতর থাকা একটি ল্যাপটপ ভাঙচুর করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্কুল খুলতেই চক্ষু চড়ক গাছ প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের। স্কুলে পৌঁছে শিক্ষকরা দেখেন স্কুলের গেটে তালা ভাঙ্গা রয়েছে, রুমের ভেতর থাকা বেশ কয়েকটি আলমারির তালা ভেঙে ফেলা হয়েছে, আলমারির ভেতর থাকা একটি ল্যাপটপ ভাঙচুর করার চেষ্টা চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার খবর পেয়ে রামজীবনপুর আউট পোস্ট ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখে। শুধু লক্ষীপুর উচ্চ বিদ্যালয়েই চুরি নয় লক্ষ্মীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়েও একই ভাবে

তান্ডব চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

পুলিশকর্মীরাও।



শান্তিনিকেতন থানা এলাকায় নানুর সভাধিপতি কাজল শেখ প্রথম দিন থেকেই তিনি সক্রিয়ভাবে তার পরিবারের সঙ্গে আছেন। গতকাল তার দেহ সৎ কাজের শেষ পর্যন্ত বিধায়ক সহ উপস্থিত ছিলেন। পরিবারের সঙ্গে তিনি সবসময় যোগাযোগ রাখছেন এবং সব রকমের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আজকেও সকালে তার পরিবারের খোঁজখবর নিতে আসেন বীরভম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ এবং তিনি জানান যারা এই সমীর থাভার কে খুন করেছে

পাচারকারী



আপনজন ■ বুধবার ■ ৬ নভেম্বর, ২০২৪

y

ফ্রান্স-ইসরায়েল ম্যাচ বাতিলের দাবিতে ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের সামনে বিক্ষোভ



আপনজন ডেস্ক: নেশনস লিগে ফ্রান্স-ইসরায়েল ম্যাচ বাতিলের দাবি তুলেছেন ফিলিস্তিনের সমর্থকেরা। গতকাল এই ম্যাচ বাতিলের দাবিতে ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন তাঁরা। ফরাসি সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ প্যারিসে ফ্রান্সের ফুটবল ফেডারেশনের সদর দপ্তরের মেঝেতে শুয়ে ছিলেন। কেউ আবার প্ল্যাকার্ড ও ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে নিয়ে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক স্লোগানে প্রতিবাদ

বিক্ষোভকারীদের স্লোগানের ভাষা ছিল এমন, 'না, না, স্তাদ দি ফ্রান্সে ফ্রান্স-ইসরায়েলের ম্যাচ হবে না।' এ বিষয়ে ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের কোনো বস্তব্য পাওয়া যায়নি। ফরাসি সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, শান্তিপূর্ণভাবে দমন করেছে পুলিশ।

ফ্রান্স ফুটবল কর্তৃপক্ষ অবশ্য গত মাসেই জানিয়েছিল, দর্শকদের উপস্থিতিতে হবে ফ্রান্স-ইসরায়েল ম্যাচ। একই টুর্নামেন্টে নিরাপত্তাশঙ্কা থাকার পরও ইসরায়েল–ইতালি ম্যাচ ভালোভাবেই আয়োজন করেছিল ইতালি। এরপরই এমন সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল ফ্রান্স। ১৪ নভেম্বর ফ্রান্সের বিপক্ষে ইসরায়েলের ম্যাচটি হওয়ার কথা। ইতালির বিপক্ষে ম্যাচটি চলতি বছরে ইসরায়েলের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ ছিল। এ ছাড়া ইসরায়েল শুধু নিরপেক্ষ ভেন্য হাঙ্গেরিতে খেলেছিল। গত বছর ৭ অক্টোবর ইসরায়েল–হামাস যুদ্ধ শুরুর পর ইসরায়েলের জাতীয় দল গত নভেম্বরে কসোভো ও অ্যান্ডোরা ম্যাচ খেলেছে। এর পর থেকে ইসরায়েল সব ম্যাচই খেলেছে হাঙ্গেরিতে। এর মধ্যে বেলজিয়ামের সঙ্গে একটি ম্যাচও আছে, যে ম্যাচ নিরাপত্তার কারণে তারা আয়োজন করতে চায়নি।

আশা করি, গুরুতর কিছু নয়: আবার চোট পেয়ে বললেন নেইমার



আপনজন ডেস্ক: বেচারা নেইমার! চোটের কবল থেকে কিছতেই মুক্তি মিলছে না তাঁর। এক বছর পর মাঠে ফিরেছিলেন গত ২২ অক্টোবর। আল হিলালের হয়ে একটা ম্যাচে বদলি নেমেছিলেন কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পর গতকাল দ্বিতীয় ম্যাচেই আবার চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে ৩২ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে। তবে নেইমারের আশা. এটা গুরুতর কিছু নয়। তিনি জানতেন, চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকার পর এ রকম একটু-আধটু সমস্যা হতেই পারে। হাঁটুর লিগামেন্টের চোট কাটিয়ে ফেরার পর নেইমার প্রথম ম্যাচটা খেলেছিলেন এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে আল আইনের বিপক্ষে। ওই ম্যাচে অবশ্য বেশিক্ষণ মাঠে ছিলেন না. শেষ ১৩ মিনিট তাঁকে সুযোগ দিয়েছিলেন আল হিলাল কোচ জর্জে জেসুস। নেইমারও চেয়েছিলেন ধীরে ধীরে মাঠে উপস্থিতির সময় বাড়াতে। গতকাল এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে ইরানি ক্লাব এস্তেগলালের বিপক্ষে ৫৮ মিনিটে নেইমারকে বদলি হিসেবে মাঠে নামান আল হিলাল কোচ জর্জে জেসুস। ম্যাচে তখন আল হিলাল ২-০ গোলে এগিয়ে। নামার পর নেইমার দারুণ কয়েকটা পাস দেন, একবার পেয়ে যান গোলের সুযোগও। কিন্তু সেটা কাজে লাগাতে পারেননি। ঝামেলা

বাধে কিছুক্ষণ পরই। ডান পায়ের

পেশিতে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা যায় তাঁকে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ৮৬ মিনিটে বদলি হয়ে মাঠ ছেডে যেতে হয় তাঁকে। ডাগআউটে বসে নিজের ওপর খুব বিরক্তি প্রকাশ করতেও দেখা যায় তাঁকে। তখন থেকেই শঙ্কা জেগেছিল. আবারও কি তাহলে লম্বা সময়ের জন্য বাইরে চলে গেলেন ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড? পরে নিজের ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে নেইমার আশার কথাই শুনিয়েছেন। লিখেছেন, 'আশা করি, গুরুতর কিছু নয়...এক বছর বাইরে থাকার পর এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। চিকিৎসকেরা এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আমাকে সতর্ক করেছিলেন। তাই সাবধান থেকে আরও বেশি সময় খেলতে হবে আমাকে।^¹ এমনিতে অবশ্য কিছুদিনের বিশ্রাম পেতেন নেইমার। চোটের কারণে স্কোয়াডে না থাকায় তাঁকে সৌদি প্রো লিগে এই মৌসুমে নিবন্ধন করায়নি আল হিলাল। ফলে তিনি খেলবেন শুধু এএফপি চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচগুলোতে। যে টুর্নামেন্টে আল হিলালের পরের ম্যাচ আগামী ২৬ নভেম্বর, কাতারের ক্লাব আল সাদের বিপক্ষে। দীর্ঘদিন চোটে বাইরে থাকায় এই মাসে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দটি ম্যাচেও তাঁকে দলে রাখেননি ব্রাজিল কোচ দরিভাল জনিয়র।

এই সময়টা হয়তো নেইমারের

পুনর্বাসনপ্রক্রিয়াতেই যাবে।

এবারের চোট থেকে

আবারও ফিরে আসছে আফ্রো-এশিয়া কাপ



আপনজন ডেস্ক: বোলিংয়ে বাংলাদেশের মোহাম্মদ রফিক, ব্যাটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়েটা ডিপেনার। প্রথম বলেই কাভারে যবরাজ সিংয়ের হাতে ক্যাচ। ভারতের মহেন্দ্র সিং ধোনি. শ্রীলঙ্কার সনাৎ জয়াসুরিয়া আর পাকিস্তানের মোহাম্মদ ইউসফরা মাঠের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে এসে অভিনন্দন জানালেন রফিককে। ঘটনাটি ২০০৭ সালের ১০ জুনের। ক্রিকেট-দুনিয়ায় তখনো আইপিএল আসেনি। একই জার্সিতে কয়েকটি দেশের খেলোয়াডদের একসঙ্গে খেলতে দেখার ঘটনা নিয়মিত দেখা যেত না। চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে সেদিন রফিক, যুবরাজ, জয়াসুরিয়া আর ইউসুফরা এক দল হয়ে খেলতে নেমেছিলেন এশিয়া একাদশের হয়ে। প্রতিপক্ষ ছিল আফ্রিকা একাদশ। ডিপেনারটিসহ রফিকের ৪ উইকেট নেওয়া ম্যাচটি ছিল আফ্রো-এশিয়া কাপ তিন ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচ। এখন পর্যন্ত সর্বশেষও। দেড় যুগ পর আবারও এমন কিছু ম্যাচ দেখার সম্ভাবনা বেড়েছে। আফ্রো-এশিয়া কাপ চালু নিয়ে এরই মধ্যে আলোচনা হয়েছে আফ্রিকান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশেন (এসিএ) ও এশিয়ান ক্রিকেট বাউন্সিলের (এসিসি) মধ্যে। ক্রিকেটপোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবরে বলা হয়, শনিবার এসিএর বার্ষিক

সাধারণ সভায় একটি ৬ সদস্যের অন্তবর্তীকালীন কমিটি গঠন করা হয়েছে, যাদের দায়িত্ব সংস্থার পুনর্গঠন ও আফ্রিকা মহাদেশের খেলোয়াডদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের সযোগ বন্ধি করা। এর অংশ হিসেবে এসিসিসহ অন্যান্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে আন্তমহাদেশীয় ক্রিকেটের সুযোগ খুঁজে দেখবে কমিটি, যেখানে আছে আফ্রো-এশিয়া কাপও। বর্তমানে আইসিসির পূর্ণাঙ্গ সদস্যদেশ ১২টি। এর মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার অবস্থান এশিয়ায়। আফ্রিকায় আছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে। অন্যদের মধ্যে ইউরোপে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড. ওশেনিয়ায় অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। মহাদেশকেন্দ্রিক ক্রিকেটে এসিসি বা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলই সবচেয়ে সক্রিয়, নিয়মিত আয়োজিত হয় এশিয়া কাপ। আফ্রিকা অঞ্চলে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ের পাশাপাশি কেনিয়াও একসময় নিয়মিত খেলত। আইসিসি সব সহযোগী দেশের টি-টোয়েন্টি ম্যাচকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার পর উগান্ডা. নামিবিয়ার মতো দলগুলোও এখন নিয়মিত খেলে। ২০০৫ আসরে এশিয়া একাদশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পাকিস্তানের ইনজামাম

শেবাগ, কুমার সাঙ্গাকারা, শহীদ আফ্রিদিরা। আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের খেলোয়াডদের নিয়ে আফ্রো-এশিয়া কাপ এখন পর্যন্ত দুবার আয়োজিত হয়েছে। প্রথমবার ২০০৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায়, দ্বিতীয়বার ২০০৭ সালে ভারতে। এরপর ২০০৯ আসর কেনিয়ায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও সেটি আর কখনোই হয়নি। দেড় যুগ পর টুর্নামেন্টটি যদি আবার অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে লম্বা সময় পর ভারত ও পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের আবার একসঙ্গে খেলতে দেখা যাবে। ২০০৮ আইপিএলের পর এ দুই দেশের খেলোয়াড়েরা আর এক দলের হয়ে খেলেননি। এসিএ–গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জিস্বাবুয়ে ক্রিকেটের (জেডসি) প্রধান তাবেশ্বুয়া মুকুহলানিকে। এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে. আফ্রিকার মধ্যে কথা তো হয়েছেই। তারা চায় আফ্রো-এশিয়া কাপ পুনরুজ্জীবিত হোক।' এ বিষয়ে এসিসির কারও মন্তব্য নিতে পারেনি ক্রিকইনফো। ২০০৫ আফ্রো–এশিয়া কাপের তিন ম্যাচের সিরিজ শেষ হয়েছিল ১-১ সমতায়, একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে পণ্ড হয়েছিল। সেবার এশিয়া একাদশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পাকিস্তানের ইনজামাম উল হক, খেলেছিলেন বীরেন্দর শেবাগ, কুমার সাঙ্গাকারা, শহীদ আফ্রিদিরা। গ্রায়েম স্মিথের নেতৃত্বাধীন আফ্রিকা একাদশে ছিলেন জ্যাক ক্যালিস, হিথ স্ট্রিক, তাতেন্দা তাইবুরা। ২০০৭ আসরে তিন ম্যাচই জিতেছিল এশিয়া একাদশ। মাহেলা জয়াবর্ধনের নেতৃত্বাধীন এই সিরিজে বাংলাদেশ থেকে রফিকের পাশাপাশি মাশরাফি বিন মুর্তজাও অংশ নিয়েছিলেন।

উল হক, খেলেছিলেন বীরেন্দর

সাফল্যের সোপানে বিরাট কোহলি



মারুফা খাতুন

আপনজন: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) কিংবদন্তি ক্রিকেটার বিরাট ক্রোহলিকে ধরে রেখেছে আসন্ন আইপিএল ২০২৫ মরসুমের জন্য ২১ কোটি টাকায়. আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ মূল্যের ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে তার মর্যাদা পুনর্ব্যক্ত করেছে। লিগ শুরু হওয়ার পর থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজির সাথে তার দৃঢ় সংযোগ বিবেচনা করে কোহলিকে দলে রাখার জন্য আরসিবি-র পছন্দ প্রত্যাশিত। ৩৫ বছর বয়সে, কোহলি তার সফল ক্যারিয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে, ক্রিকেটের দুশ্যে তিনি কতদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব থাকবেন তা নিয়ে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি। যদিও তিনি বিভিন্ন ফরম্যাটে মনোনিবেশ করার জন্য টি-টোয়েন্টি থেকে সরে এসেছিলেন, তার সাম্প্রতিক প্রদর্শন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, যা তার স্বাভাবিক উচ্চতর প্রত্যাশা পূরণ করেনি। কোহলির মতো খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করার জন্য টিম ইন্ডিয়ার উপর চাপ বাড়ছে যারা প্রত্যাশা পুরণ করছে না এবং দলের ভবিষ্যতের জন্য চ্যালেঞ্জিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। সমালোচকরা অবিলম্বে কোহলির পারফরম্যান্সের বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন এবং তাকে খেলা থেকে বিরতি নেওয়ার কথা ভাবতে অনুরোধ করেছেন। তবুও, শেষ পর্যন্ত, এটি কোহলির নিজের এবং

তার দৃঢ় সংকল্পের উপর নির্ভর করে যে মাঠে খেলতে এবং ভাল পারফরম্যান্স চালিয়ে যেতে হবে। একটি সাম্প্রতিক প্রকাশে, কোহলি ২০২৭ সাল পর্যন্ত ক্রিকেটে প্রতিযোগিতামূলক থাকার তার পরিকল্পনার পরামর্শ দিয়েছেন, যা ২০২৭ বিশ্বকাপে ভারতকে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য ভূমিকা সম্পর্কে গুজব ছড়িয়েছে। কোহলি 'আরসিবি বোল্ড ডায়েরিজ'-এর কাছে ব্যক্ত করেছেন যে এই চক্রের শেষে পৌঁছানো আরসিবি-এর হয়ে খেলার ২০ বছর চিহ্নিত করবে, যা তার হাদয়ে সত্যিই একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ স্থান রাখে। কোহলি বলেছেন, আগামী মরসুমে আরসিবি-র হয়ে অন্তত একটি আইপিএল শিরোপা জেতার লক্ষ্য তাঁর। "আমি বরাবরের মতোই রোমাঞ্চিত কারণ সবাই আমার কাছে আরসিবির তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন।" আরসিবি-র সাথে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধন বছরের পর বছর ধরে আরও দৃঢ় হয়েছে, তাদের জন্য খেলার সময়টা সত্যিই অনন্য এবং বিশেষ করে তুলেছে। তিনি অবিরত, অনুরাগী এবং ফ্র্যাঞ্চাইজির সাথে যুক্ত সকলের জন্য একই অনুভূতি ভাগ করার জন্য তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমিও অধীর আগ্রহে এই আসন্ন রাউন্ডের জন্য অপেক্ষা করছি। স্পষ্টতই, উদ্দেশ্য আসন্ন চক্ৰে অন্তত একবার আইপিএল চ্যাম্পিয়নশিপ সুরক্ষিত করা।

ক্রিকেটে হটস্পট প্রযুক্তি কেন ব্যবহার করে না ভারত



আপনজন ডেস্ক: বেঙ্গালুরু, পুনের পর মুম্বাই টেস্টেও হেরে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। প্রথমবারের মতো দেশের মাটিতে ধবলধোলাই হওয়া এই সিরিজ নিয়ে স্বাভাবিকভাবে এখনো তুমুল আলোচনা চলছে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। সবচেয়ে বেশি আলোচিত ঘটনা সম্ভবত মুম্বাই টেস্টের শেষ ইনিংসে ঋষভ পত্তের আউট, যা নিয়ে অনেক বিতর্ক চলছে। পত্তের আউটের মহর্তটিকে ম্যাচের 'টার্নিং পয়েন্ট'ও বলা হচ্ছে। মুম্বাইয়ে শেষ টেস্টে রোহিত শর্মার দলের ২৫ রানের হারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকেও (বিসিসিআই) কাঠগডায় তোলা যায়। বিশ্বের শীর্ষ ধনী ক্রিকেট বোর্ড হওয়া সত্ত্বেও যে এই অত্যাধুনিক যুগে হটস্পট প্রযুক্তি ব্যবহারে অনীহা দেখিয়ে চলেছে বিসিসিআই। অনেকের ধারণা, ভারত হটস্পট প্রযক্তি ব্যবহার করলে পন্ত না–ও আউট হতে পারতেন। আর তিনি টিকে থাকলে ম্যাচটা ভারতই জিতত। পত্তের আউটটি আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়া যাক। ৫৬ বলে ৬৪ রানে ব্যাট করছিলেন এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। এজাজ প্যাটেলের করা পরের বলে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ডিফেন্স করেন তিনি। বল জমা পড়ে কিউই উইকেটকিপার টম ব্লান্ডেলের হাতে। তবে এজাজ-ব্লান্ডেলদের আউটের আবেদনে সাড়া দেননি মাঠের আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ। রিভিউ নেন কিউই অধিনায়ক টম ল্যাথাম।

২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজন করতে চায় ভারত, আইওসিতে চিঠি



আপনজন ডেস্ক: ২০৩৬ অলিম্পিক গেমস আয়োজনের আগ্রহ প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটিতে (আইওসি) চিঠি পাঠিয়েছে ভারত সরকার। গত ১ অক্টোবর সরকার থেকে আইওসির 'ফিউচার হোস্ট কমিশনের' কাছে আগ্রহপত্র পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা ইন্দো– এশিয়ান নিউজ সার্ভিস (আইএএনএস)। 'বিড' সফল হলে আয়োজক হিসেবে কয়েকটি খেলা অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করবে ভারত। এর মধ্যে আছে ইয়োগা, কাবাডি, খো খো এবং দাবা। তবে ২০৩৬ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক গেমস আয়োজনে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখেই পড়তে হবে ভারতকে। এখন পর্যন্ত ভারতসহ ১০টি দেশ আয়োজক হওয়ার দৌড়ে আছে। অলিম্পিক গেমস আয়োজনে ভারতের আনুষ্ঠানিক চিঠির বিষয়টি নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র আইএএনএসকে বলেন, 'এর

মাধ্যমে ভারতে অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক আয়োজনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রূপকল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এই কীর্তিস্তম্ভতুল্য সুযোগটি ভারতজুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি ও যুবকদের ক্ষমতায়নে তাৎপর্যপূর্ণ সুবিধা এনে দিতে পারে।'

২০২৪ অলিম্পিক আয়োজন করে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ২০২৪ অলিম্পিক আয়োজন করে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসএএফপি 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' নামে পরিচিত গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক যেকোনো একটি শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভেন্যুর জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ব্যবহার হয়ে থাকলেও শহরের নামেই পরিচিত হয়ে থাকে। ভারতের অলিম্পিক ভেন্য হিসেবে বিভিন্ন সময়ে আহমেদাবাদের নাম আলোচিত হয়েছে। তবে আনুষ্ঠানিক আগ্রহপত্রে কোন শহরের নাম দেওয়া হয়েছে, তা আইএএনএসের প্রতিবেদনে নেই। নরেন্দ্র মোদির সরকার যে

মরিয়া, সেটি গত বছর মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত আইওসির ১৪১তম সেশনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ২০৩৬ অলিম্পিক ভারতের মাটিতে আয়োজন করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখা হবে না। এটি ১৪০ কোটি ভারতীয়র দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও অনুপ্রেরণার

আইওসি প্রেসিডেন্ট থমাস বাখ ভারতের অলিম্পিক গেমস আয়োজনের আগ্রহকে 'জোরালো দাবি' আখ্যা দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভারতের বিড সফল হলে এটি হবে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম অলিম্পিক। ১৮৯৬ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ৩০ বার অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে এশিয়ায় হয়েছে মাত্র চারবার (টোকিওতে ১৯৬৪ ও ২০২০, বেইজিংয়ে ২০০৮ ও সিউলে 1(4466

২০২৮ সালে অলিম্পিক গেমস হবে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে. ২০৩২ সালে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে। ২০৩৬ আসর আয়োজনের জন্য ভারত ছাড়াও এখন পর্যন্ত প্রাথমিক আগ্রহ দেখিয়েছে মেক্সিকো (মেক্সিকো সিটি, গুয়াদালাজারা-মনটেরি-তিজুয়ানা), ইন্দোনেশিয়া (নুসানতারা), তুরস্ক (ইস্তাম্বুল), পোল্যান্ড (ওয়ারশ, ক্রাকো), মিসর (নতুন প্রশাসনিক অঞ্চল) এবং দক্ষিণ কোরিয়া (সিউল-ইনচন)।

অস্ট্রেলিয়া সফরে বুমরাকে কেন অধিনায়ক চান গাভাস্কার

আপনজন ডেস্ক: ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী ব্যক্তিগত কারণে অস্ট্রেলিয়া সফরে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রথম টেস্টটি খেলতে পারবেন না রোহিত শর্মা। শঙ্কা আছে তাঁর সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা নিয়েও। খবরগুলো চোখে পড়েছে কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কারেরও। সেই সব খবর দেখে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টকে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে দলের নেতত্ত্ব নিয়ে একটি পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ভারতের টেস্ট দলের নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত, তাঁর সহকারী হিসেবে আছেন পেসার যশপ্রীত বুমরা। প্রথম দুই টেস্টে রোহিত খেলতে না পারলে বুমরাই নেতৃত্ব দেওয়ার কথা। রোহিত ফিরলে সিরিজের পরের তিন টেস্টে তাঁরই নেতৃত্ব দেওয়ার কথা। এ ক্ষেত্রে গাভাস্কারের ভাবনা অন্যরকম। এক সিরিজে দুজনের অধিনায়কত্ব করার পক্ষে নন ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান গাভাস্কার। প্রথম দই টেস্টে রোহিত না থাকলে তাঁকে পরের ম্যাচগুলোয় শুধই একজন খেলোয়াড় হিসেবে খেলানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। পুরো সিরিজের জন্য নেতৃত্ব দিতে বলছেন সহ-অধিনায়ক বুমরাকে। স্পোর্টস তাকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গাভাস্কার ভারতের নির্বাচকদের পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, 'আমরা পত্রিকার খবরে দেখছি যে রোহিত শর্মা প্রথম টেস্টে খেলবে না। খুব সম্ভবত সে দ্বিতীয় টেস্টেও খেলবৈ না। যদি এটাই হয়, আমি বলব এখনই ভারতের নির্বাচক কমিটির বলা উচিত, "তোমার যদি বিশ্রাম নিতে হয়, বিশ্রাম নাও। ব্যক্তিগত সমস্যা

থাকলে সেগুলো খেয়াল করো।

কিন্তু তুমি যদি সিরিজের দুই

হিসেবে যেতে হবে। আমরা এই সফরের জন্য সহ-অধিনায়ককেই অধিনায়কের দায়িত্ব দেব।"' গাভাস্কার এরপর যোগ করেছেন, 'ভারতে ক্রিকেট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি বলতে চাই, আমরা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে যদি ৩-০ জিততাম, তাহলে ভিন্ন ব্যাপার ছিল। কারণ, আমরা সিরিজটি ৩-০ ব্যবধানে হেরেছি। একজন অধিনায়কের দরকার। অধিনায়ক দলকে একত্রিত করে। শুরুতেই যদি কোনো অধিনায়ক না থাকে, তাহলে অন্য কাউকে অধিনায়ক করাটাই ভালো।'



বুমরা এখন পর্যন্ত ভারতকে শুধু একটা টেস্টেই নেতত্ত্ব দিয়েছেন. ২০২২ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বার্মিংহামে। সেই ম্যাচে ৩৭৮ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ৭ উইকেটে জিতেছিল ইংল্যান্ড।



